বিজ্ঞাপন।

—(৵০)—

এতদ্দেশীয় অনেকানেক বুধগণ গৌড়ীয় সাধুভাষায় পয়ার প্রভৃতি নানাছন্দে কতশত গ্রন্থ বিরচন করিয়া যশোরাশি অর্জন করিয়াছেন। তদ্দর্শনে মদীয় কতিপয় সুহৃৎসল বন্ধুবর আমাকে গদ্য পদ্য গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করেন কিন্তু এতদ্দেশস্থ সুপ-ণ্ডিত বিরচিত সুকাব্য কলাপের রসসাগরে মগ্ন হওনা-নন্তর আশু নিদ্রাপল্যঙ্কে প্রবেশ করায় তৎপ্রবৃত্তি নিরু-ক্ষঃ পরবশ হইয়াছিল, যেহেতু প্রভাকরের প্রভার প্রভাবে জ্যোতিরিঙ্গণের জ্যোতিকে কে দেখিতে পায়। পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে এরূপ রচনা আরম্ভ করিলে স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধির অনেক উন্নতির সম্ভাবনা। অবশেষে বন্ধু বাক্য পুনঃপুনঃ উল্লঙ্ঘন করা অবৈধ বোধে এবং এদেশস্থ সজ্জনগণের অসামান্য গুণগণ স্মরণ হওয়াতে ও বান্ধবদিগের সহায়তায় সাহস পাইয়া লেখনীকে সম্বরণ করিতে অশক্ত হইলাম, এক্ষণে প্রার্থনীয় যে আমার এই সামান্য গ্রন্থের দোষরাশি স্ব স্ব গুণে মার্জনা পূর্ব্বক বিদ্যোৎসাহী ও পরগুণগ্রাহী মহোদয়-গণ এক এক বার আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই পরম চরিতার্থম্মন্য হইব।

শ্রীকৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়।

সাং হালিসহর কুমারহট্ট।

কুমুদিনী আখ্যান।

গ্রন্থারম্ভ।

পুরাকালে ভারতবর্ষের অন্তর্গত শিখরনামক জনপদে নরবর নামা প্রবলপ্রতাপান্বিত সর্ব্বগুণশালী ন্যায়-বান্ হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ এক অলোকসামান্য অধীশ্বর ছিলেন। তিনি শৈশবাবধি এক ধীর প্রকৃতি সত্‌জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সহিত নিয়ত একত্র অধিবাস করাতে তাঁহাকে পরম অন্তরঙ্গের মধ্যে পরিগণিত করিয়া আ-পনি সাম্রাজ্যের ভার পরিগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় সচিবের পদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পুত্ররত্ন বিনা নর-পতির কোন রত্নেরই অভাব ছিল না এবং জগদীশ্বরের ইচ্ছায় শীঘ্রই সে অভাব দূর হইয়া গেল। একদা মনো-মোহিনী সুরূপসম্পন্না কনকবরণী কমকান্তী নাম্নী তাঁহার ষোড়শী পট্টমহিষী দুইটি অলৌকিকরূপসম্পন্ন সুলক্ষ-ণাক্রান্ত যমজাপত্য প্রসব করিলেন। সেই দিবসেই তাঁহার পরমাত্মীয় অমাত্যের পরম সুন্দরী ভুবনমোহিনী ভামিনী নাম্নী [illegible] একক্ষণে একটি শ্রীমান্ তনয় ও অদৃষ্টপূর্ব্ব সুচারুরূপসম্পন্না প্রাণপ্রীতিকারিণী

একটি নন্দিনী প্রসূ হইল। মহীপতি এতৎ সমাচার প্রাপ্ত্যনন্তর আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া স্বীয় অসীম রাজ্য মধ্যস্থিত যাবদীয় দীনহীন উপায়বিহীন প্রাণিপুঞ্জে, বিপুল বিত্ত দান করিয়া তাহাদিগের নিঃস্বতা নিরাকৃত করিলেন। নিয়মিত সময়ে সন্তানগণের নামকরণাদি কার্য্য যথা রীত্যনুসারে সমাধা হইলে বয়োধিক জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র অরুণ, কনিষ্ঠ শশধর, অমাত্যাত্মজ তরুণ ও দুহিতা কুমুদিনী আখ্যায় আখ্যায়িত হইলেন। অনন্তর ভূপতির আদেশানুসারে সকলেই রাজভবনের প্রাচীরপ্রান্তদেশস্থিত এক মনোরম্য প্রাসাদোপরি কিঙ্করীপরিবেষ্টিত হইয়া সুনিয়মে ও অতীব যত্নসহকারে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজতনয় এবং মন্ত্রিপুত্র একত্রে এক স্বতন্ত্র ঘরে এবং কনিষ্ঠ নৃপনন্দন ও সচিবকুমারী অন্য ঘরে সতত অবস্থিতি করায় সে ভবনের উভয় ঘরই তাঁহাদিগের অসীম রূপলাবণ্যের প্রতিভায় কৌমুদীময় হইয়াছিল। বঙ্গদেশে স্ত্রী-বিদ্যা পদ্ধতি সম্যক্ প্রচলিত না থাকা প্রযুক্ত কেবল ঐ কুমারত্রয় চতুর্থ বর্ষ বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলে এক বহুগুণসম্পন্ন সুপণ্ডিত অধ্যাপকের নিকট পাঠাভ্যাসে রত হইলেন। একদা সন্ধ্যার প্রাকালে কুমুদিনী ভ্রাতৃগণকে বিদ্যার্জ্জনে ঈদৃশ ভাগ্যবান্ দেখিয়া এতদ্দেশীয় রমণী জাতির জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র বোধ করত বিষণ্ণ-মনা ও অতিমাত্র ব্যাকুল হৃদয়া হইয়া আপন শয্যো-

পরি শয়ন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। এখানে শশধর নিশাগমে নিদ্রায় কাতর হইয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন এবং কুমুদিনীকে ঈদৃশ অবস্থায় পতিত দেখিয়া, অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন, পরন্তু ইহার প্রকৃত কারণ কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভব করিতে না পারিয়া সমাধ্বস মনে কহিতে লাগিলেন, "কুমুদিনি! অদ্য কি জন্য তোমার বিকচকমলবিরাজিত বদন খানি পর্য্যুষিত দেখিতেছি? বৃক্ষবাটিকায় মৃদু গমনে কি কোন বেদনা পাইয়াছ? পরিজনগণ কি কেহ তোমায় কোন অবমাননার ভারতী প্রয়োগ করিয়াছে? আমিই বা ক্রোধ কালীন তোমাকে কোন কুবাক্য কহিয়া থাকিব? কুমুদিনি! ব্যক্ত শয়নাবস্থায় আর কেন কালাতিপাত কর? স্বরায় [illegible] বারি দ্বারায় আমার মানসমীনের প্রাণদান কর।" এতদ্বাক্যাকর্ণনমাত্রে কুমুদিনী কহিলেন, শশধর! ক্ষান্ত হও, এই অলীক চিন্তা হুতাশনে তোমার অন্তর উপবনস্থিত সুখবিটপিসমূহ দগ্ধীভূত করিবার আবশ্যক নাই, ইহা যে আমার পরিতাপের কারণ, এমত মনেও করিও না, আমার সন্তাপের নিগূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে যদি তুমি আমার একটি অভিলষিত বিষয় দান করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, তবে আমার সমুদায় বিবরণ এই মুহূর্ত্তেই আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইয়া সন্তপ্ত শরীর সুশীতল করি। শশধর কহিলেন, কুমুদিনি! আমি যে তোমার মঙ্গলার্থ প্রাণ

পর্য্যন্ত প্রদানে প্রস্তুত হইতে পারি, তাহা কি তুমি জ্ঞাত নহ? আমি যে তোমার অনবদ্য বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, তাহার কি তুমি একাল পর্য্যন্ত সন্দেহ করিতেছ? মৃগনয়নে! আমি স্বীকার করিলাম, সাধ্যানুসারে তোমার উপকার করিতে কখনই ত্রুটি করিব না। তখন কুমুদিনী কহিলেন, তবে শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে দিন দিন বিদ্যোপার্জ্জনে, বিশেষ অনুশীলন দেখিয়া, এবং ইহাতে তোমরা বহুবিধ আহ্লাদ, অশেষ উপকার ও বিলক্ষণ সম্প্রীতি পাইতেছ অবগত হইয়াই এবং আমার এই শুভকর বিষয় হইতে বঞ্চিত থাকা প্রযুক্তই অন্তর দগ্ধীভূত হইতেছে, ও ইহাই শোকের ও রোদনের এক মাত্র নিদানভূত। এক্ষণে সত্য কহিতেছি যদি তুমি আমায় গোপনে সাধ্যানুসারে বিদ্যাদানে কৃতকৃতার্থ কর, তবেই মঙ্গল, নতুবা আমি আত্মঘাতিনী হইয়া এ জীবন পরিত্যাগ করিব”।

শশধর, এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দিবস হইতে প্রতিদিন অধ্যাপকের নিকট যাহা অভ্যাস করিতেন, বিভাবরী যৌবনাক্রান্তা হইলে অতি গোপনে কুমুদিনীকে তাহাই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। মহীপতনয় শশধর, সরল শশধর ও কুমুদবদনা কুমুদিনী, তাঁহাদিগের সহোদরগণাপেক্ষা বিদ্যারসাস্বাদনে অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তিলাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে উভয়ে সাতিশয় প্রণয়পাশে বদ্ধ হইতে লাগিলেন। কমলিনীর

যৌবনমধুর মকরন্দ যেমন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, মীনকুল যেমন ক্ষণমাত্র জীবনাভাবে অতিমাত্র জীবন-ব্যাকুল হয় ও নিশিথিনীর সুস্নিগ্ধ কৌমুদী নিকর যেমন হিমাংশু নিমিত্তে ও ক্ষণপ্রভার বিরহবেদনা সহ্য করিতে পারে না, ইঁহারাও পরস্পর পরস্পরের বিচ্ছেদ সেইরূপ সহ্য করিতে সক্ষম হইতেন না। পরন্তু তরুণ ও অরুণ উভয়েই বিদ্যারসে রসিক হইয়া কুসংস্কারশালী হওয়ায় তাঁহারাও উভয়ে উভয়ের সম্যক সখ্য অর্জন করিয়াছিলেন। যেরূপ তমসাচ্ছন্ন নিশীথ সময়ে সোমের দীপ্তির সকল তমই সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়, ইঁহাদি-গেরও দুঃখরূপ তমোনিচয় সেইরূপ পরস্পরের রূপ-প্রভাবে প্রতিনিয়তই পলায়ন পরায়ণ হইত। তরুণ ও কুমুদিনী অলোকসামান্য বিদ্যা বুদ্ধির কৌশ-লে অনতিবিলম্বেই ঈশ্বরের কৃপাপাত্র হইয়া উঠিলেন অর্থাৎ তাঁহারা এতদ্দেশীয় নানাধর্মের বশম্বদ না হইয়া সত্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক একমাত্র নিরাকার পর-ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিয়া স্বভাব স্বরূপ গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, বিশেষতঃ যাবনিক ধর্ম্মের অ-সত্যতা, খ্রীষ্টিয়ানদিগের যথেচ্ছাচার ও পৌত্তলিকদি-গের মৃন্ময় ও পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তির পূজা এবং অন্যান্য কুনীতিকদম্ব অবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের স্বভাবতই অ-ন্তর মধ্যে উপেক্ষা জন্মিতে লাগিল, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মই জীবনের একমাত্র গতি ও উভয় লোকের সহায় জানিয়া

অতীব আনন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কুমুদিনী পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের সুপ্রকাশ্য আলো দেখিয়া যতই সুখানুভব করে, চকোর জন হঠাৎ বিশস্য ব্যাপ্তীয় সুচারু দর্শন কোমল শ্যামল দূর্বাদল বিকীর্ণ সুরম্য কানন বিলোকন করিতে পারিলে কত সুখী হয়? মরীচিকাভ্রান্ত তৃষিত একদল মৃগ স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ সরোবর সন্দর্শন করিয়া যেরূপ তৃপ্তি অনুভব করিতে না পারে ইঁহারা দুই জনে এই সত্যধর্ম্ম মহীরুহের শান্তিদায়িনী সুখদ ছায়ার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সহস্রগুণ আনন্দ অনুভব করিলেন। সাধুজনগণের অন্তঃকরণ স্বভাবতই সৎকর্ম্মের আলোচনায় আন্দোলিত হওয়ায় সমুক্ত রাজ্য মধ্যে তাঁহাদিগের সুখ্যাতি সূর্য্যের এরূপ দীপ্তিসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, প্রতি প্রভাতে সকলেই তাঁহাদিগের এক এক বার নামোচ্চারণ করা একটি দৈনিক ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছিলেন। ভরুণ ও অরুণ ইঁহাদিগের গুণগান ও যশঃকীর্ত্তন অহর্নিশি শ্রবণ করিয়া ঈর্ষার উত্তাপে দিন দিন স্ব স্ব শরীর শীর্ণ করিতে লাগিলেন এবং কি রূপে তাঁহাদিগের বৈরনির্য্যাতনে প্রবৃত্ত হইবেন ও কি রূপে উঁহাদিগের যশোরাশি পৃথ্বী হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া আপনাদিগের সুখ্যাতি বীজ বপন করিবেন ইহারই উপায়ান্বেষণে রত হইলেন। এখানে শশধর ও কুমুদিনী উভয়েই কৌতু-

অরাতির করে নিপতিত ও প্রপন্ন তাপের বিষম শরে বিদ্ধ হইয়া জনক জননীর ও আত্মীয় স্বজনের অন্তঃসারে আপনাদিগের চিরাভিলাষ পূর্ণ করিতে অভিলাষ করিলেন এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করত গান্ধর্ব্ব বিধানে শশধর কুমুদিনীকে নিজ প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো নবানুরাগ সহকারে মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ।

পয়ার ।

বিগত শৈশব কাল আগত যৌবন ।
প্রণয় পাদপ ক্রমে হইল বর্দ্ধন ॥
সদা সুখ সমীরণে দোলে শাখি চয় ।
আনন্দ প্রসূনগুলি ফুটে সমুদয় ॥
গন্ধবহ সহ বাস যায় সর্ব্ব ঠাঁই ।
শিখাতে প্রণয় মাত্র মানবে সদাই ॥
কিবা সুখী মধুব্রত সরোজিনী সনে ।
কুমুদিনী সনে বিধু কিবা সুখী মনে ॥
যে সুখে তাহারা সুখী প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ।
ইহ লোকে কভু কেহ দেখেনি স্বপনে ॥
একই আবাস স্থান এক প্রাণ মন ।
পানাশন এক ঠাঁই একত্র শয়ন ॥
মুহূর্ত্ত বিরহ কারো কেহ নাহি সয় ।
অহর্নিশি দুই জনে মহা সুখে রয় ॥
পুণ্যের শরীর দুটি কত শোভা ধরে ।

বোধ হয় শান্তি রসে টল মল করে ॥
দিবানিশি মত্ত শুদ্ধ তত্ত্ব সুধা পানে।
শুদ্ধ ভাবে ভাবে মাত্র জগত নিধানে॥
ভ্রমে নাহি পর নিন্দা কভু আনে মুখে।
পর সুখে সুখী সদা দুঃখী পর দুঃখে॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ আদি রিপু ছয়।
সে বলে উঁহারা নাহি করে পরাজয়॥
রিপু দল বলহীন থাকে না কোথায়।
তাঁহাদের কভু তারা দেখা নাহি পায়॥
হিংসা দ্বেষ আদি যত অধর্ম্মের সেনা।
উঁহাদের ভয়ে ভীত রবে বল কেনা॥
উঁহাদের যশস্তরু হইয়া বর্দ্ধন।
মহাসুখে করিয়াছে নভ আচ্ছাদন॥
শশাঙ্ক সে বিন্দু নয় প্রসূন সুন্দর।
তারক সমস্ত তার মুকুল নিকর॥
দশ দিক সুবাসেতে মুগ্ধ অনুক্ষণ।
তাঁহাদের গুণ গানে সুখী সর্ব্ব জন॥
পরিজন প্রতিবেশী বন্ধুগণ আদি।
সাপক্ষ সবাই, কেহ নহে প্রতিবাদী॥
সবে মাত্র তাঁহাদের সহোদরগণ।
বসুন্ধ্রা লাভিয়া দোঁহে বিপক্ষ আসন॥
কি রূপে চাঁদের যশে পুরিবে ভুবন।
উঁহাদের যশঃ কিসে হইবে গোপন॥

ইত্যাদি মন্ত্রণা দোঁহে করে অনুক্ষণ।
নিরাশ হইয়া কভু করয়ে রোদন॥
পরিশেষে পরিতাপে পুড়ে যায় মন।
না জানি এদের প্রাণ কঠিন কেমন॥
একদা করিল স্থির বসিয়া উভয়।
সাধিব শত্রুর কার্য যে রূপেতে হয়॥
প্রথমতঃ শশধরে করি প্রতারণা।
করিয়া নিধন তায় ঘুচাব বেদনা॥
তার শোকে কুমুদিনী মরিবে নিশ্চয়।
বিশেষ সে নারী জাতি তারে কিবা ভয়॥
শুভ কার্য্যে বিলম্ব ত যুক্তিযুক্ত নয়।
চল তবে যাই ত্বরা দেখি কিবা হয়॥
এই রূপ কুমন্ত্রণা করি দুই জন।
অভীষ্ট করিতে সিদ্ধি করিল গমন॥

দীর্ঘ ত্রিপদী।

ক্রমে দিবা অবসান, রবি অস্তাচলে যান,
মন্দ মন্দ বহিল পবন।
দিবসের ভাব যত, ক্রমে সব হলো হত,
যামিনীর দেখি আগমন।
কুসুম কলিকা কত, বিকসিত ক্রমাগত,
ভুবন ব্যাপিল গন্ধ তারে।
ভ্রমি দেশ দেশান্তর, পাখিগণ শাখিপর,
মনঃ সুখে বসি গান করে॥

এখানেতে অতঃপর, সুকুমার শশধর,
হয়ে আজি ব্যাকুল জীবন।
কিছু না কারণ জানি, মনেতে অস্থির মানি,
উদ্যানেতে করিল গমন॥
স্বভাবের শোভা যত, একাননে কব কত,
শশধর হরষিত কায়।
কভু চারি দিকে ফিরে, কভু সরোবরতীরে
মনসুখে ভ্রমিয়া বেড়ায়।
বনপ্রস্থ ডাকে তায়, অলিগণ গান গায়,
মন্দগতি বহে অনুক্ষণ।
বিকচ প্রসূন কত, সরোজিনী শত শত,
আনন্দেতে করেন ঈক্ষণ॥
এ হেন সময়ে রঙ্গে, তরুণ অরুণ সঙ্গে,
উপনীত হইয়া তথায়।
হৃদয়ে গরল রাখি, জিহ্বায় আসব মাখি
মিষ্ট ভাষে কহিল তাঁহায়॥
মরি মরি হেরি একি, এ আর কেমন দেখি,
শীর্ণকায় মলিন বদন।
একি দেখি অসম্ভব, হাস্য ভরা আস্য তব,
আজি কেন বিরস এমন॥
[illegible] মম মনে ধরে, চিন্তা পাপীয়সী করে,
বুঝি তুমি হয়েছ পতিত।
বুঝি সেই সর্ব্বনাশী, হইয়া হৃদয় বাসী,

ঘটায়েছে এত অতাহিত॥
ছি ছি! ছি ছি! কেন আর, শশধর একি তার,
সুবোধ হইত তুমি ভাই।
অকারণ কি কারণ, সুখে দিলে বিসর্জ্জন,
বিবরণ শুনিবারে চাই॥
জেনে যবে নিশা দিবা, তোমারে ভাবনা কিবা,
বুদ্ধিমান্ ধার্ম্মিক প্রধান;
সাহাঙ্ক তনয় হয়ে, কি তাবে ভাবনা লয়ে,
ভ্রমিতেছ বাতুল সমান।
করিয়াছ রিপু বশ, যশ ঘোষে দিক্ দশ,
তব গুণ বাধ্য ত্রিভুবন।
ভব সিন্ধু পার হেতু, বান্ধিয়াছ পুণ্য সেতু,
ইহা অতি সুখের কারণ॥
হইয়া অবোধ মত, তবু চিন্তা কর কত,
সহিতে যে নাহি পারি আর।
মরি মরি কিবা কব, ঘুচাতে বেদনা তব,
আজি হতে প্রতিজ্ঞা আমার॥
এখন মানস মম, শুন কহি প্রিয়তম,
ভাবিলাম যাহা মনে মনে।
দেখ অতি মনোলোভা, স্বভাবের কিবা শোভা,
বিশেষতঃ বন উপবনে॥
ভ্রমণ করহ যদি, যথা গিরি নদ নদী,
সুখী হবে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

প্রকৃতি সতীর রূপ, হেরিবারে অপরূপ,
চল সবে দেখি গিয়া বনে ॥
এসো সবে ত্বরা করি, এই পুরী পরিহার,
তিন জনে কাননেতে যাব।
ভ্রমিব অনেক দেশ, ত্যজিব মনের ক্লেশ,
বিমল আনন্দ সদা পাব ॥
না বুঝি কৌশল তার, শশধর সুকুমার,
আনন্দের সীমা নাই আর।
বলে চল ত্বরা যাই, প্রাসাদেতে কার্য্য নাই,
অট্টালিকা কানন আমার ॥
শুনি শশধর বাণী, আপনারে ধন্য মানি,
কহিলেন অরুণ তখন।
প্রভাতেতে তিন জন, করি তরী আরোহণ,
একেবারে করিব গমন ॥
আজি গিয়া স্বভবনে, বুঝাইয়া পরিজনে,
বিদায় লইয়া থাক স্থির।
যামিনী হইলে শেষ, ধরি পথিকের বেশ,
বাটী হতে হইব বাহির ॥
বরুণ স্বধামে চলে, অরুণ সে অস্তাচলে,
[illegible]দিনের দিবস সহিত।
শর্ব্বরী প্রকাশিল, শশধর প্রবেশিল,
নিজালয়ে হয়ে আনন্দিত ॥

পয়ার।

কুমুদিনী প্রহ্লাদিনী হেরে শশধরে।
অধরে না ধরে হাসি কন মৃদু স্বরে॥
অসিত যামিনী দশ দিশা অন্ধকার।
শশির উদয় আজি একি চমৎকার॥
বুঝিতে না পারি নাথ কহ সবিশেষ।
শুনিতে বাসনা তাই হয়েছে প্রাণেশ॥
আহা মরি বিধুমুখি! শশধর কন।
অবলা রমণী তুমি না বুঝ কারণ॥
প্রিয়ার যাতনা প্রাণে সহে নাহি যায়।
পুরাবৃত্তে সে প্রমাণ পাবে সমুদায়॥
সীতার কারণে দেখ রাম গুণবান্।
লক্ষ্মণের সনে বনে কত দুঃখ পান॥
শ্রীবৎস ও নল রাজা পরিহরি নারী।
পেয়েছেন যে যাতনা বর্ণিতে না পারি॥
সতীরে পাঠায়ে যজ্ঞে শিব মহামতি।
সয়েছেন যত দুঃখ জান ত যুবতী॥
অতএব নারী পাছে হয় বিষাদিত।
অসময়ে সে কারণ শশাঙ্ক উদিত॥
কি জানি রমণী যদি দুঃখ পায় অতি।
অতএব যাতনা তবে পাবে তার পতি॥
বিশেষ বনিতা যার বেশ ভূষা করি।
বাসকসজ্জায় থাকে জাগিয়া সর্ব্বরী॥

বৃক্ষপত্র ক্ষণে ক্ষণে হইলে পতিত।
প্রিয় আশে প্রণয়িনী সদা সচকিত।
আশার আশয়ে ধনী কভু পথে আসে।
নিরাশ হইয়া পুনঃ ফিরে যায় বাসে।
মনে করি প্রিয়ানন, কভু সুখে ভাসে।
বিরহ বেদনা কভু একেবারে নাশে।
কখন বিলম্ব দেখি কাঁদে মনে শাঁস।
যত ক্ষণ প্রাণধন না আসে ভবনে।
পাইলে প্রাণেশে পরে আপনার পাশে।
শান্তির সলিলে দোঁহে মহাসুখে ভাসে।
পরাধীনা পতিব্রতা এ নারী যেমন।
তার সম প্রিয়তমা হবে কোন্ জন।
সে নারীর পূর্ণ যদি না হয় মনন।
তাহার পতির তবে বৃথাই জীবন।
অতএব কুমুদিনী হেরে বিকসিত।
অসময়ে শশধর হয়েছে উদিত॥"
শুনহ প্রাণেশ! শুনি কুমুদিনী কয়।
বুঝিলাম যে কারণ শশির উদয়॥
কিন্তু একি ভুবনেশ করি বিলোকন
বিধুকরে ইরে নাশ প্রায়বের ঘন।
বসন্ত সময় এবে কাদম্বিনী হীন।
তবে কেন হৃদাকাশ তোমার মলিন।
প্রেয়সি আধার প্রিয়ে প্রাণের রতন।

মলিন অন্তর মম শুন যে কারণ॥
সদা মন উচাটন কদিন হইতে।
সুখলেশ মাত্র পিত্রে নাহি আর চিতে॥
বিষম বিষয় বনে করি পর্য্যটন।
ঢেকেছে ভাবনা মেঘে হৃদয়গগন॥
সে কারণে মনঃ মাঝে করিয়াছি সার।
রব না এ পাপ ঘরে ত্যজিব সংসার॥
অঙ্গে ভাবেশ ধরি ধরি শিরোপর।
প্রভাতে চলিব বনে ত্যজিয়া নগর॥
দেখিব পয়োধি গিরি বন উপবন।
প্রকৃতির কোলে নিত্য করিব শয়ন॥
ঘুচাব যাতনা যত ভাবনা না রবে।
বেঁচে যদি থাকি পুনঃ আসিব তো সবে॥
যা হোক তা হোক্ হবে তাহে নাহি ভয়।
শোকের কারণ মম আর কিছু নয়॥
কথা না হইতে শেষ রমণী তাঁহার।
অমনি করেতে ধরি কহে আর বার॥
সেকি সেকি একি বধু একথা কেমন।
কোথা যাবে ওহে নাথ দুঃখীর ধন॥
হাসি আসে কান্না পায় শুনিয়ে বচন।
বিদ্রূপ ও নয় এ যে কাল বরিষণ॥

একাবলী ছন্দ।

কি কথা কহিছ এ পণ কেন।

গিয়েছ কোথা হে বিরূপ হেন।
ত্যজিয়া আলয় যাইবে বন।
কে আছে সেখানে আপন জন॥
যতন করিবে সেখানে কেবা।
দাসী বিনা তথা কে করে সেবা॥
কি হেতু যাইবে বুঝিতে নারি।
কেন বা হইবে কাননচারী॥
ঈশ্বর সাধনা ঘরে তো হয়।
কানন ভ্রমণ উচিত নয়॥
বিভুর নিয়ম ভবনে থাকা।
উচিত তাঁহার আদেশ রাখা॥
আশ্রমবর্জ্জিত যে জন হয়।
তাহার দুঃখের সীমা না হয়॥
সংসার যে ভাবে দুঃখের ভরা।
না পাবে সুখ সে ভ্রমিয়া ধরা॥
বিষয়ে থাকিয়া বিবেকী যেই।
জগতে কেবল মানব সেই॥
হইয়া সুবোধ ভাবনা মনে।
উচিত না হয় প্রবেশ বনে॥
ত্যাগ করি সে সুখের আশ।
করোনা করোনা কাননে বাস॥
অধর্ম্ম করিলে দুঃখ না রবে।
কেবনা এমন কেমনে হবে॥

ঈশ্বর নিয়ম লঙ্ঘিলে পরে।
বরংও তাহাতে অনর্থ করে॥
তাই বলি নাথ নিষেধ শুন।
যাইবে কাননে বলোনা পুনঃ॥
মাথা খাও নাথ ধরি হে পায়।
শয়ন করহ যামিনী যায়॥
এসব বচন শুনিয়া পরে।
শশধর কর ধরিয়া করে॥
কি কথা কহিলে সরল প্রাণে।
সে সব প্রেয়সি! কেবা না জানে॥
সংসার বর্জ্জন অবোধে করে।
আপনি আপন দোষেতে মরে॥
আমার যাহার অধর্ম্মে মতি।
কাননে তাহার বিপদ অতি॥
এখানে ইন্দ্রিয় অবশ যার।
অরণ্যে শোকেতে রোদন তার॥
ঈশ্বর আদেশ ভবনে রবে।
ত্যজিলে সংসার অধর্ম্ম হবে॥
সত্য লো প্রেয়সি! মিথ্যা সে নয়।
ত্যজিলে সংসার নিরয় হয়॥
কি করি কালি সে দাদার সনে।
স্বীকার করেছি যাইতে বনে॥
প্রতিজ্ঞা পালন করিতে চাই।

করো না বারণ প্রেয়সি তাই॥
থাকিলে জীবন সাক্ষাত হবে।
দেহ লো বিদায় যাইব তবে॥

চিত্ররেখা চৌপদী।

শুনি কুমুদিনী কয়, পতির বদন চয়,
সহিতে না পারি প্রিয়, বলো না হে বলো না॥
হও নাথ সাবধান, বধিতে আমার প্রাণ,
এ কথায় মিছে আর, ছলো না হে ছলো না॥
কোথা যাবে গুণমণি, রমণীর শিরোমণি,
দোষ বিনা অধিনীরে, ত্যজো না হে ত্যজো না।
অরুণ তরুণ জন, প্রতিপক্ষ যেন মন,
তাহাদের সঙ্গে মেকে, মেক না হে মেক না।
অশিব ঘটাবে শেষ, পাইবে অশেষ ক্লেশ,
বিদেশে প্রাণেশ তুমি, যেও না হে যেও না॥
ওহে প্রিয় সহিতায়, হলাহল কেবা খায়,
সাধ করি বিষ কুপে, নেও না হে নেও না।
বলি আমি পুনঃ পুনঃ, জীবনেশ শুন শুন,
বিপদের পথে মিছে, ধেও না হে ধেও না॥
বলি ওহে প্রাণধন, মেবের দুর্লভ ধন,
গরলে পীযুষ ভাবি, খেওনা হে খেওনা।
নিবারণ করি নাথ, ময়ে বজ্র অকস্মাত,
অধিনীর শিরোপরি, হেনন৷ হে হেনন৷॥
একাকিনী রাখি ঘরে, যাবে প্রিয় দেশান্তরে,

হেন কথা মুখে আর, এননা হে এননা।
কি দেখিলা গৃহে আর, রহিব জীবনাধার,
তব অদর্শনে প্রাণ, রবেনা হে রবেনা।
যে যন্ত্রণা সহিয়াছি, জীবন্মৃত হয়ে আছি,
পুনঃ আর সে সকল, সবেনা হে সবেনা।
অবনীতে নাহি কেহ, কেহ নাহি করে স্নেহ
পিতা মাতা ভুলে তাল, বাসেনা হে বাসেনা।
কঙ্কর কিঙ্করী যত, নহে কেহ অনুগত,
আমার যাতনা কেহ, নাশেনা হে নাশেনা।
তুমি বিনা হৃদয়েশ, কে দূর করিবে ক্লেশ,
এযন্ত্রণা অবশেষ, দিওনা হে দিওনা॥
উভয় থাকিয়া সদা, পাইয়াছ দুঃখ কদা,
দুঃখানল করে তুলি, নিওনা হে নিওনা।
আনন্দ সাগরে যাতি, কণ্টকের শয্যা পাতি,
তাহার উপরে কেন, শুয়োনা হে শুয়োনা।
অধিনীরে দিয়া দুখ, কখন পাবে না সুখ,
তাই বলি বিষধরে, ছুঁয়োনা লো ছুঁয়োনা॥
যদি সে বিচ্ছেদ ফণি, দংশে ওহে গুণমণি,
তখন উপায় আর, পাবেনা হে পাবেনা।
বিদেশ গমন [illegible], আশু নাথ কর নাশ,
[illegible] তব বশঃ কেহ, থাবেনা হে থাবেনা।
গৃহ ত্যজি বনবাস, এ আর কি সর্ব্বনাশ,
এখনো নিষেধ মানি, ভেবনা হে ভেবনা।

পাইলে যাতনা শেষ, তাই বলি জীবনেশ,
বিপক্ষের সঙ্গে যেতে, যেতনা যেতনা॥
কি সুখ পাইবে বনে, ভেবে দেখ মনে মনে,
এখনো তারস্তী মম, মাননা হে মাননা।
আমার যাতনা হেতু, বাঁধ সুখসিন্ধুসেতু,
সোদরের গুণ কত, জাননা কি জাননা॥
বিষম বিপদ বারে, পড়িয়াছ একেবারে,
কোন মতে ইহা হোতে, তর না হে তর না।
ভাসাইতে দুঃখনীরে, ওহে বঁধু দুঃখনীরে,
আপনি উপায় তার, কর না হে কর না॥

লঘু ত্রিপদী।

কেন প্রাণ ধন, কর নিবারণ,
আমার বচন ধর।
ত্যজিয়া রোদন, শুবিধু বদন,
ত্বরায় বিদায় কর॥
ধর্ম্মের আচার, করিলে স্বীকার,
পালন করিতে হবে।
করোনা শোচনা, তাও কি জান না,
নতুবা অখ্যাতি রবে।
বার বার আর, প্রাণের আধার,
থাকিতে বলোনা মরে।
তোমার বারণে, দেখ দুনয়নে,
কতেক সলিল করে॥

করেছি মনন,   ওরে প্রাণ ধন,
হেরিব স্বভাব যত।
গিয়া উপবনে,   ঈশ্বর সাধনে,
সতত থাকিব রত॥
সহে না যাতনা,   শশাঙ্ক বদনা,
নিষেধ করোনা আর।
তোমার ভাবনা,   কি আছে ললনা,
বলনা শুনিব সার॥
সহিতে বিচ্ছেদ,   করিতেছ খেদ,
এখনি এতেক ধনী।
বিধির লেখন,   এখন্ত মরণ,
নাহি হয় চন্দ্রাননি॥
কেমনে সে জ্বালা,   সহিবে লো বালা,
গতাসু হইব যবে।
একাল হইতে,   সহ্য সহিতে,
দোঁহার শিখিতে হবে॥
তাই বলি সার,   কেঁদনা লো আর,
ত্বরিত বিদায় দেহ।
শুনিলে বচন,   সুখী হবে মন,
সুস্থির হইবে দেহ॥
শুনি যুবতী,   অনুতাপে অতি,
তাপিতা হইয়া কয়।
কেন বার বার,   এ যাতনা আর,

দিতেছ হে অসময় ॥
এমন নিদয়, তোমার হৃদয়,
কেমনে হইল ধব।
বিধি বুঝি মানে, কঠিন পাষাণে,
গড়েছে হৃদয় তব ॥
হেন শিলাচয়, কোথায় আছয়,
সন্ধান জানিলে পরে।
যাইয়া তথায়, লয়ে সমুদায়,
ফেলে দিব পয়োধরে ॥
বিধি গুণাকর, লয়ে সে প্রস্তর,
আর না গড়েন কারে ;
তার প্রিয়তমা, অধিনীর সমা,
যাতনা পাইতে পারে ॥
রসিক সুজন, কোথায় কজন,
প্রাণের প্রিয়ারে ছাড়ে।
পরিহরি কর, কভু শশধর
যায় কি গিরির আড়ে ॥
না দেখিলে চাঁদে, কুমুদিনী কাঁদে,
পরেতে মগন নীরে ॥
একি অসম্ভব, ডুবাইবে তব,
দুঃখিনীরে দুঃখিনীরে ॥
হইলে মরণ, পুনঃ দরশন,
কহিলে হবে না আর।

ত্যজিল ভাবনা, ওকথা বলোনা
প্রিয়তম আর বার ॥
যদি না শুনিবে, একান্ত যাইবে,
বারণ করিতে নারি।
এরূপ কথা মনে, আছে নিকেতনে,
বিরহে কাতরা নারী ॥
মূকেতে যেমন, দেখিয়া স্বপন,
কহিতে না পারে কায়।
বিচ্ছেদে তোমার, যাতনা অপার,
পাইয়া ঠেকিব দায় ॥
কহিতে নারিব, মরমে মরিব,
সখীরা সুধালে ডরি।
নহে অনুগত, পরিজন যত,
সেই সে আতঙ্কে মরি ॥
অতএব শুন, আর পুনঃ পুনঃ
কেমনে নিষেধ করি।
ভ্রমণে কখন, ঈশ্বর সাধন,
রহিবে তাঁহারে স্মরি ॥
সাধ পুনরায়, আসিতে ত্বরায়,
যতন করহে অতি।
এই নিবেদন, আমার এখন,
কহিলাম প্রাণ পতি।

গদ্য।

এইরূপ কথোপকথনে ক্রমে ত্রিযামা যৌবনাক্রান্ত হইয়া গম্ভীর প্রকৃতি ধারণ করিলে অগঞ্জনয় জগদা ক্ষার দূত স্বরূপ শশাঙ্ক স্বীয় অনৌকিনী তারকামালা সমভিব্যাহারে নভোমণ্ডল মধ্যস্থলে আসীন হইয়া প্রাণি-পুঞ্জের অবস্থা সন্দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে, কুমুদিনী ও শশধর নিজ হর্ম্যের পার্শ্ববর্ত্তি উপবনে আগমন-পূর্ব্বক স্বভাব সন্দর্শন করিতে করিতে ও তথায় ঈষৎ রোপগমন সমাধানান্তর হর্ষবিষাদগ্রস্থ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করত সুসুপ্ত্যাবস্থায় বিভাবরী যাপন করিলেন। এদিকে নাগর নাগরীর সাক্ষাৎ কুতাপুনম কৃতান্ত তাত প্রাচীদেশস্থ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া নিজ প্রখর করনিকর পৃথ্বী ক্ষেত্রে প্রেরণ করিলে বিশ্বস্থ যাবতীয় প্রাণিকদম্ব সহর্ষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করত আপনাপন কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থানে গমন করিতে লাগিলেন, চক্রবাক চক্রবাকী নিশীথসময়ে বিষম বিরহবাণে জর্জ্জরীভূত হইয়া উভয়ে কুলবতী ভিন্ন ভিন্ন কূলে আসীন হওত ব্যাকুল হৃদয়ে ও সাশ্রু লোচনে দিনমণির আগমন প্রতীক্ষায় অতিমাত্র চিন্তায় চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রভাকর সন্দর্শন মাত্রেই প্রফুল্লান্তঃকরণে সদানন্দ সরসীর সুখময় স্বচ্ছ সলিলে সন্তরণ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কুমুদিনী ও শশধরের পক্ষে সে নিশা অতীব ক্লেশকর হইয়া প্রভাত হইয়া

হুল। প্রভাত সময়েই তরুণ ও অরুণ মহামন্ত্র বদনে শশধরকে সঙ্গে লইয়া বাটী হইতে বহির্গমন করিলেন। এখানে বিষাদিনী কুমুদিনী কাঙ্গালিনীর ন্যায় হা ত্যাশি বলিয়া প্রিয়তর পরিগ্রহ করত রোদন করিতে লাগিলেন এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এদিকে তরুণ অরুণ ও শশধর তিন জনে অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ কুত্র কুত্র নদ নদী ও তত্তীরে নির্ম্মল নিকুঞ্জ কানন নিকর দর্শন করিতে করিতে ক্রমে এক মহাসাগর মধ্যে উত্তীর্ণ হইলেন. কিন্তু যামিনী প্রভাবে সত্যাশ্রয় সরলহৃদয় কুমার শশধর তৎকালে নিদ্রাভিভূত থাকায় তরুণ ও অরুণ আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করণাশয় পোতস্থ অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উত্তোলন করত মহাসিন্ধুসলিল মাঝে নিক্ষেপ করিলেন। কঠিন-হৃদয় দুরাত্মাগণের পাষাণময় অন্তরে কিঞ্চিন্মাত্রও কারুণ্য-রসের সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহারা অনতি বিলম্বে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিল যে তাহাদিগের অদর্শনবাণে বিদ্ধ হইয়া মহারাজ ও মন্ত্রিবর উভয়েই অতীব বিধুর হইয়া স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে অকালে করালকালের বিষম কবলে কবলিত হইয়াছেন। আহা! সময়ের কি চমৎকার মহিমা! যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখিত না হইয়া বরং

হর্ষে গদগদ চিত্তে অরুণ, জনকের অবর্ত্তমানে আপনি সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া তরুণকে তৎপিতার পদাভিষিক্ত করত উভয়ে মহাসুখে জীবন যাত্রা যাপন করিতে লাগিলেন। আহা! জগদীশ্বরের রাজ্যে অনিয়মের সম্ভাবনা কি? তাঁহাদিগের এ সুখ সম্ভার অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারিল না, কেবল অনিবার সেই সাম্রাজ্য মধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলারই উত্থাপন হইতে লাগিল। সে যাহা হউক্ একণে এখানে শশধর সমুদ্রে পতিত হইবামাত্র জাগরূক হইয়া সহোদরগণের নৃশংসতা ও অন্যায়াচরণ হৃদ্গত করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া কি রূপে আত্মপ্রাণ রক্ষা করিবেন তাহারই উপায়ান্বেষণে রত হওত জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক সন্তরণ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই প্রচণ্ড বাত্যাসঞ্চালিত উদধির উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ঈশ্বরানুকম্পায় তাঁহার পক্ষে অধিক ক্লেশদায়ক না হইয়া অনতিদীর্ঘকালেই এক বিজন বিপিনের কূলে নিক্ষেপ করিল। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সাধ্বী সচ্চরিত্রা সহধর্ম্মিণীর বাক্যাকর্ণন না করা প্রযুক্তই হউক অথবা অন্য কোন দুর্দ্দৈব বশতই হউক, কিম্বা সেই পতিপ্রাণা কুমুদিনীকে উৎকট বিরহ বেদনাপথের পান্থ করাতেই এইবিবম বিপদে পতিত হইলেন সন্দেহ কি? কিন্তু শরৎকালে যেমন পূর্ণেন্দু হঠাৎ ঘনাবৃত হইলেও তাহার সুচারু

...নিকর একেবারে বিলুপ্ত হয় না, তাহার ন্যায় তাঁহারও ...কাশে এই মহাবিপদ্‌রূপ কাদম্বিনী বেষ্টিত হইলে ...তাঁয় স্থির প্রকৃতির কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় ...ই। যদিও নিজ্জন কাননে হিংস্র পশ্বাদির দৌরাত্ম্য অধিক হইবারই সম্ভাবনা, তথাপি তাঁহার আগমনে সেই বিপদ্‌ ব্যূহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইল। প্রায় সব ...ই পলায়নপরায়ণ হইয়াছিল। অমানিশায় নভোমণ্ডলে যাদৃশ সংখ্যাতীত নক্ষত্রগণ নভপথের পথিক হইয়া থাকে এবং পূর্ণ হিমকর, নিজকর নিকর প্রসারণ করিলে তাহারা অনেকেই অদৃশ্য হইয়া যায়, সেইরূপ সেই ...শধরের আবির্ভাবে আপদ্‌রূপ তারকামালা বিপিনমধ্যে লুকায়িত হইয়া রহিল। সে যাহা হউক এক্ষণে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ঐ বনে প্রবেশ করত ...দীয় শোভা সন্দর্শন করিয়া সকল দুঃখ বিমোচন করিলেন। পরে সেই অপূর্ব্ব কাননকেই অত্যুৎকৃষ্ট সুখদায়ক ভাবিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। একদা শরৎ ঋতুর সমাগমে নিশীথসময়ে নিশীথিনী স্বীয় কান্তের সুচারু মুখকান্তি ও রূপলাবণ্য বিলোকনপূর্ব্বক বিকসিত প্রসূনরাশির সমতিব্যাহারে হাস্যপূর্ণ আস্য সুপ্রকাশ করিলে, তপনতাপে তাপিত পথিকেরা দিবসীয় শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত ভূরুহমূলে স্ব স্ব বস্ত্র বিস্তার করত তদুপরি শয়ন করিলে, চকোরনিকর সুধালোভে পক্ষবিস্তার করিয়া নভো-

মণ্ডলস্থিত সুধাকরের সমীপে উপস্থিত হইলে স্বভাব লাবণ্যবতী ও গভীরা ত্রিযামার প্রভাবে মেদিনী স্তব্ধবতী হইলে, শশধর একাকী প্রকৃতির কমনীয়তা রচনাশক্তির রমণীয়তা ও পরমশিল্পিতার পরিচয় বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিমোহিত হওত মনে মনে কহিতে লাগিলেন "যে এই মহাসাগরসংস্থিত অরণ্যময় দ্বীপ কি সুন্দর! আহা! এই সকল নানা প্রকার অদৃষ্টপূর্ব অপরূপ সকল সন্দর্শন ও তদীয় অমৃতময় ফলাস্বাদন করিয়া মনোমধ্যে কতই আনন্দের আবির্ভাব হইতেছে। এই সকল সুরম্য অটবী হইতে কখনই বহির্গত হইব না। এই উপবনই আমার কাঞ্চনপূর্ণ রাজধানী, এই তরুতলই আমার সুরম্য হর্ম্যতল, এই তৃণময় ধরাই আমার সুকোমল শয্যা, পাদপ-সমূহই আমার [illegible] উপাধান ও আকাশমণ্ডলীই আমার মণিময় [illegible]রূপ। আহা! বিধি বুঝি আমার অধিবাস হেতুই [illegible] মনোরম স্থানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন"। শশধর [illegible]রূপ চিন্তা করিতে করিতে অনতিদূরে একটি [illegible] রুক্ষবর ও কৃশাবিধস্থিতা একটি রুক্ষীকে রোদন করি[illegible] দেখিলেন। তখন হঠাৎ তাঁহার পত্নী অর্দ্ধাঙ্গী কুমুদিনী [illegible] স্মরণ হইল এবং তৎক্ষণাৎ সরোদনবদনে উচ্চস্বরে [illegible] উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন আহা! কঠিন হৃদয়! তুমি কি নির্দ্দয়, আমি একটী অবোধ বালাহীন-লতাকে [illegible] আপন স্বামিবিয়োগযন্ত্রণায় ব্যথিতা হইয়া কিরূপ রো[illegible]

করিতে দেখিতেছি, তখন আমার সেই পরম প্রণয়াস্পদ প্রণয়োদ্দীপ্তিকারিণী সত্যাগর্ভা প্রিয়িণী প্রাণপ্রিয়তমা ... যে আমার বিরহে কীদৃশ অবস্থাপন্না হইয়াছে, তাহা একবার স্মরণ কর না? হা বক্ষঃ! তুমি এখনও ... বিদীর্ণ হইতেছ না? রে নিষ্ঠুর প্রাণ! তুমি এখনও এ ... হৃদয়ে বিরাজ করিতেছ, নয়ন! তোমরা কি ... সলিলশূন্য হইয়াছ; তোমাদের কি সে মুখারবিন্দ দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্রও ঔৎসুক্য জন্মিতেছে না? রে নাসিকে! তোমারও কি সেই মুখ সরোজের আঘ্রাণ পাইতে আর অভিলাষ নাই? ওরে পদযুগল! তোমরা কি চলৎশক্তিহীন হইয়া বসিয়া আছ? ... সহিত তোমরা কি আর একবার তথায় যাইতে ... না? আহা! আমি সে চন্দ্রবদনা প্রেমিকা ললনার ... বাক্যাকর্ষণ না করিলাম। হে হতবিধে! তুমি আমায় কেন এমন দুর্ব্বুদ্ধি প্রদান করিলে? কেন আমার পরম ... সহোদর সমভিব্যাহারে বনচারী করিলে? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছিলাম, আমিত একাল পর্য্যন্ত তোমার নিয়মের বহির্ভূত কার্য্য জ্ঞানপূর্ব্বক কখনই করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। হা জগদীশ! তুমি আমার ... এমন কঠিন প্রস্তরে কেন নির্ম্মাণ করিয়াছিলে?"

পয়ার।

কোথা শেয়েছিলে ওহে বিধি বুদ্ধিমান্।
গঠিতে আমার এত কঠিন পাষাণ॥

ছিল ত কোমল মাটি তোমার ভাণ্ডারে।
নতুবা কেমনে তুমি সৃজিলে প্রিয়ারে॥
কি দোষের দোষী আমি বুঝিতে না পারি।
যাতনা আমায় নাথ! দিলে আজি ভারি॥
কে বলে তোমায় অতি সরলহৃদয়।
সরল তুমি হে যদি বল কে নিদয়॥
একাকিনী কুমুদিনী রহিল কোথায়।
কার সনে কথা কয়ে অন্তর জুড়ায়॥
কেবা তার আপনার বিপক্ষ সবাই।
দুঃখিনী তাহার সখা আর বুঝি নাই॥
অনুচিত একি রীত করি বিলোকন।
শরত সময়ে কেন হৃদয়গগন॥
বিচ্ছেদজলদজালে ঘেরিল আমার।
বর্ষে দুঃখিনীর ভেকে প্রেমের ভাণ্ডার॥
আশা সৌদামিনী তায় হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ যাতনা সহ্য মাত্র প্রেয়সী বিহীনে॥
বিরলে প্রেয়সি! বসি কাঁদি কত একা।
আর কি তোমার ধনী পাব না গো দেখা॥
হাসি হাসি কাছে বসি তুমি প্রিয়ে কত।
ভাবিতে মধুর ভাব ছিলে সদা রত॥
নয়নে নয়ন সদা রাখিতে যে বেঁধে।
এখন না হেরে কিছু প্রাণ উঠে কেঁদে॥
কোথা আছ দেখা দাও প্রাণের রতন।

বিরহ পাবকে প্রিয়ে করোনা দাহন।
দাহে ক্রমে হুতাশন ভাবনা অনিলে।
বাসনা শীতল করি মিলন সলিলে॥
বিচ্ছেদ বিপক্ষে মিছে কেন দিই ঠাঁই।
এসো এসো এসো দোঁহে আগুন নিভাই॥
বিষম অপাঙ্গে ধনী বিন্ধি মম প্রাণ।
সুধাময় প্রেমালাপ করাইয়া পান॥
দেখাইয়া অনুরাগ পীযূষেতে মাখি।
অঙ্গ ভঙ্গ রঙ্গ রাগ হৃদয়েতে রাখি।
মোহিত করিয়া প্রিয়ে ভুলিলে এবার।
তোমার কি দিব দোষ কপাল আমার॥
কেন আর মার মার বিষময় বাণ।
তার কাছে যাও যার দেহে আছে প্রাণ॥
অনির আঘাত কেন শবের উপর।
হয়েছি শরণাগত মর এর মর॥
তব কর হিমকর শীতল ত নয়।
কেন তবে দাহ সবে কর অসময়॥
পিকরব ছিল ভাল পুরাকাল থেকে।
এখন সে স্বর সাই কেন মর ডেকে॥
আগেত শীতল ছিলে মলয় পবন।
কেন বহ বহ্নি যদি হয়েছ এখন॥
সৌরভ ছুটিত যবে তোমার প্রসূন।
গৌরব বাড়াত অলি করি গুণ গুণ॥

গন্ধ নাই এবে যদি কেন প্রাণ ধর।
অলি সহ সিন্ধুনীরে ঝাঁপ দিয়া মর॥
কলেবর ধর ধর নিরক্ষের বিষে।
না জানি প্রেয়সি আজি রক্ষা পাই কিসে।

চম্পক ছন্দঃ।

তোমা বিনা প্রাণ ধন আর কিছু চাইনে.
আর কিছু চাইনে।
তব গুণ বিনা প্রিয়ে আর কিছু গাইনে,
আর কিছু গাইনে।
তব রূপ বিনা কিছু দেখিবারে পাইনে,
দেখিবারে পাইনে।
যে খানে না তব নাম সেখানে ত যাইনে.
সেখানে ত যাইনে।
তব প্রেম বারি বিনা কোন জলে নাইনে,
কোন জলে নাইনে।
ও কটাক্ষ সুধা বিনা আর কিছু খাইনে,
আর কিছু খাইনে।

তরঙ্গবঙ্গ ছন্দঃ।

তাই তাই তাই প্রিয়ে তাই তাই তাই।
নিষম বিরহ তব, প্রাণে আর কত সব,
ভাবিয়া ভাবিয়া প্রাণ, বুঝি বা হারাই
প্রিয়ে তাই তাই তাই।
উপায় না পাই আর, উপায় না পাই।

ভেবে মরি অনিবার, বিচ্ছেদ যাতনা আর,
কেমন করিয়া বল রাখিব সদাই,
আর উপায় না পাই ॥

বিষম বালাই, এযে বিষম বালাই।
অবলা রমণী ধনে, পরি হরি আসি বনে,
এখন বিচ্ছেদ বাণে, জীবন খোয়াই
এযে বিষম বালাই ॥

যে দিকেতে চাই, এযে যে দিকেতে চাই।
প্রেয়সী বিহনে একি, দশ দিক শূন্য দেখি,
বাঁচিতে বাসনা আর ক্ষণ মাত্র নাই
এযে যে দিকেতে চাই ॥

কোন নীরে নাই, আজি কোন্ নীরে নাই,
প্রেম সুধা সরোবর, ত্যেজিয়াছ কলেবর,
যাতনা পঙ্কেতে মিছে কোন্ সুখে থাই।
আজি কোন্ নীরে নাই ॥

কার গুণ গাই, বল কার গুণ গাই।
করিবে যে আকর্ষণ, কেবা আছে হেন জন,
হায় বিধি বলি দেও, কোন্ দিকে ধাই।
বল কার গুণ গাই ॥

পয়ার।

নিশীথিনী কহি শেষ এরূপ রোদনে।
ভ্রমিতে লাগিল পুনঃ গহন কাননে ॥
কখন ক্রন্দন করে প্রেয়সী বিহনে।

কভু থাকে সুস্থ চিত্তে ঈশ্বর সাধনে ॥
এই রূপে শশধর করেন অটন।
শিখর দেশের এবে শুন বিবরণ ॥
তরুণ অমাত্য দেশে অরুণ ভূপতি।
উভয়ে পালেন প্রজা হয়ে হৃষ্টমতি ॥
শশধরে করি নাশ আনন্দ প্রচুর।
এবে চিন্তা কুমুদিনী কিসে হয় দূর ॥
অপরাধ বিনা কিছু করিতে না পারে।
সদা ভাবে কিরূপেতে দুঃখ দেবে তারে ॥
কুমুদিনী ধনী অতি, বিষাদিত মনে।
যাপেন আপন কাল, সদাই রোদনে ॥
তরুণ অরুণ এলো কোথা শশধর।
এই মাত্র চিন্তা করি হইল কাতর ॥
সতত নয়ন নীর ঝর ঝর বহে।
কোথা ওহে প্রিয়তম মুখে মাত্র কহে ॥
মনের বেদনা মনে করিয়া বিলীন।
না পারে কাঁদিতে ক্রমে বদন মলিন ॥
সখীরা জিজ্ঞাসা যদি করয়ে কারণ।
দীর্ঘশ্বাস মাত্র তার উত্তর বচন ॥
সুশীলা কামিনী ধীর বুদ্ধির প্রভাবে।
চিন্তাকালে কায়মনে জগদীশে ভাবে ॥
স্বভাবের শোভা হেরি হয়ে পুলোকিত।
সতত ঈশ্বরে ডাকে হয়ে সমাহিত ॥

একদা কুসুমবনে কুমুদিনী সতী।
ভ্রমণ করেন হেরি স্বভাবের গতি॥
অরুণ এ হেন কালে দৈব সংঘটনে।
উপস্থিত হৈল গিয়া সেই উপবনে॥
দেখিয়া কামিনীধনে হয়ে আনন্দিত।
ক্রমে তাঁর নিকটেতে হৈল উপনীত॥
সহজে পামর তায় বিদ্ধি স্মরশরে।
সতীরে ধরিতে যায় কাতর অন্তরে॥
কুমুদিনী দেখে ভয়ে ত্রস্ত হয়ে অতি।
বন হতে পায় পায় ধায় দ্রুতগতি॥
অরুণ কহেন তারে করি সম্বোধন।
করো না করো না দ্রুত পদে বিচরণ॥
কি জানি সে করী যদি করে বিলোকন।
হিতে বিপরীত তবে ঘটাবে এখন॥
করিকুম্ভ পরাজিত একে পয়োধর।
হিংসায় তাতেই তারা আছে জর জর॥
ত্রপা ভয়ে তিরোহিত বনে সে কারণ।
অনিবার মনোদুখে করয়ে রোদন॥
পুনঃ যদি হেরে তারা তোমার চলন।
অনর্থ ঘটাবে তাই করি নিবারণ॥
আরো এক সন্ধ মনে শুন বিনোদিনী।
মুখ হেরি পাছে করী ভাবে কমলিনী॥
স্বচ্ছ শুভ্র বাস হেরি মনে ভাবিনীর।

মৃণাল তরুণ আশে হয়ে বা অধীর ॥
সে অঙ্গ না ছুঁতে পারে শশাঙ্ক তপনে।
ক্ষুণ্ণে ধরি ফেলে পাছে ভয় এই মনে ॥
বদন ঢাকিছ তাহে মানা নাহি করি।
এদের কুবাক্য কেন সহিবে সুন্দরি ॥
নয়নযুগল যদি হেরে তব তারা।
মনোদুঃখে সুনয়নি! মবে হবে সারা।
বিকচ কমলমালা হেরিয়া বদন।
ডুবিবে সলিলে তারা পাইয়া বেদন ॥
ঘন দীপ্তি হেরে তব চিকুর চিক্কণ।
কান্দিয়া ভিজাবে মাটি ও বিধুবদন ॥
ঢাক তায় ক্ষতি নাই পূর্ণ মুখশশি।
বারেক আমার তবু দেখাও রূপসি ॥
বিজলি চমক সম হেরি একবার।
বিধুমুখি যায় প্রাণ দেখাও আমার ॥
বিষের ঔষধ বিষ পুরা লোকে কয়।
তাই বলি চন্দ্র মুখি! বিলম্ব না সয় ॥
নয়ন সার্থক করি জীবন সফল।
একবার মুখ হতে খোল লো অঞ্চল ॥
যদবধি যৌবনের হয়েছে সঞ্চার।
হেরি নাই তদবধি বদন তোমার ॥
শুনি বাক্য কুমুদিনী মনে পেয়ে ভয়।
গলবাসে কর পুটে অরুণেরে কয় ॥

অনুচিত একি রীত হেরি নরপতি।
নাবহেলা নহি কভু আমি কুলবতী ॥
স্বৈরিণী ভাবিয়া যেন করিও বিদ্রূপ।
নৃপতি হইয়া কেন আচার এরূপ ॥
যা বল তা বল তুমি খেদ তাহে নাই।
বলি এই ছাড় পথ গৃহে চলে যাই ॥
[illegible] নৃপাল হয়ে চিত্ত কর বশ।
কলঙ্ক না অঙ্কে নিও বিধু যেন শশ ॥
শুনিয়া এসব কথা কহেন ভূপতি।
পাতকা তোমায় আমি ভাবি নাই সতী।
একান্তে কহি শুন ঘুচাইয়া লাজ।
পতিহীনা যুবতীর জীবনে কি কাজ ॥
দর্পণেতে বিধুমুখ দেখ দেখি ধনি।
বদন তো নয় ও যে অমৃতের খনি ॥
অপাঙ্গ অমিয়া তাহে খর বেগে বহে।
কেমনে তৃষিত প্রাণ বিনা পানে রহে ॥
পুষ্পবাণ হানে বাণ প্রাণ যায় তাই।
এসলো গোপনে আজি জীবন জুড়াই ॥
এতেক বচন শুনি কুমুদিনী কয়।
কি কর নৃপতি তব নাহি ধর্ম্ম ভয় ॥
এ হেন ব্যাহার মুখে এন না হে আর।
মহীপতি হয়ে কেন কর অবিচার ॥
উপযম কর নারী রূপে অনুপমা।

আমায় কি কায আমি কিঙ্করীর সমা ॥
কুৎসিত বচন হেন কেন মহাশয়।
চলিলাম গৃহে দিবা অবসান হয় ॥
এত বলি ত্বরা করি যায় চন্দ্রাননী।
পটাঞ্চলে ধরিল তাঁর অরুণ অমনি ॥
পুনঃ বলে কেন ধনি ক্রোধ ভরে যাও।
জনম সফল করি বাসনা পুরাও ॥
আতঙ্কে যুবতী অতি ব্যাকুল অন্তর।
ক্রোধ ভরে তবু তাঁরে করে কটূত্তর ॥
সুখ সৌধ স্বর্গ পুরে দিয়া বিসর্জ্জন।
নিরয় নগরে যেতে সাজিছ রাজন্।
সতীর সতীত্ব নাশে কর অভিলাষ।
জাননা কিং ইথে তব হবে সর্ব্বনাশ ॥
ভেবে দেখ রাক্ষসের প্রধান রাবণ।
এহেতু যাতনা কত পেয়েছে সে জন ॥
দৈত্যরাজ শুম্ভ আর নিশুম্ভ দুজন।
সতীর সতীত্ব নাশে করিয়া মনন ॥
সবংশেতে ধ্বংস শেষে পড়ি মহাদায়।
পুরাবৃত্তে দেখিবারে পাবে সমুদায় ॥
কুবাসনা পরিহর সুখে যাও ঘরে।
ভূপতিরা অবিচার কভু নাহি করে ॥
ভাল চাহ বলো না হে কুৎসিত বচন ॥
অঙ্গ যদি স্পর্শ কর ত্যজিব জীবন ॥

আরো এক কথা বলি শুন মহাশয়;
অধর্ম্মে ত্যজিয়া সদা ধর্ম্মে রেখ ভয়॥
পরনারী প্রেমাসক্ত হইতে যে চায়।
মানব তো নয় সে যে পশ্বাদির প্রায়॥
এ হেন ঘৃণিত কাযে রত হয় যেই;
বিধাতার ভুলে মনু হইয়াছে সেই॥
তব দোষ কব কত একই বদনে।
বৃথা বিধি সৃজিয়াছে নকর কেতনে॥
অবোধ মানসে মাত্র দুঃখ দিতে ক্ষিতি।
ধরার হয়েছে জন্ম নিশ্চয় নৃপতি॥
তারি দায়ে হয়ে আজি অবসন্ন প্রায়।
বুঝিয়া না বুঝ তুমি এযে বড় দায়॥
যতক্ষণ দেহে মম থাকিবে জীবন।
ততক্ষণ ছুঁতে নাহি পাইবে রাজন॥
নিলাজ ভূপতি ছিছি যাও নিকেতন;
এত বলি কুমুদিনী করিলা গমন॥
কুবাক্য কণ্টক এক তাহে স্মরবাণ।
বিন্ধিয়া ভূপের বুকে করিল অজ্ঞান॥
কোন্ পথ দিয়া গেল কুমুদিনী সতী।
কিছুই জানিতে নাহি পারিল ভূপতি॥
অবশেষে কিছু পরে হয়ে সচেতন।
নেত্র মেলি চারিদিকে করে বিলোকন
সব দিক্ শূন্য দেখি ক্ষুণ্ণ হয়ে মনে।

রোদন বদনে গেল আপন ভবনে ॥
তদবধি নিরবধি ব্যাকুল অন্তরে।
কুমুদিনী সঙ্গলাভে সদা আশা করে ॥
কোন মতে কৃতকার্য্য না হইয়া শেষ।
নিয়োজিত করে সেনা হিংসা আর দ্বেষ ॥
মহাবলী এরা দুটো রাজ সহচর।
সাধিতে শত্রুর কার্য হৈল অগ্রসর ॥
এখানে কামিনী অতি কাতর অন্তরে।
কভু বিশ্বনাথ কভু নিজনাথে স্মরে ॥
অরুণের কথা কভু করিয়া স্মরণ।
ক্রোধ ভরে কহে কত পরুষবচন ॥
গভীর নিশীথ কালে কভু কুমুদিনী।
বনে গিয়া জগদীশে ডাকে একাকিনী ॥
রজনী সময়ে রামা একা যায় বনে।
প্রকাশ পাইল তাহা ভূপাল সদনে ॥
তরুণ অরুণ ক্রমে হইল বিদিত।
অভীষ্ট করিতে সিদ্ধি হৈল আনন্দিত ॥
একদা তরুণে ভূপ করি সম্বোধন।
কহিলেন শুন সখা আমার বচন ॥
পিতা পিতামহ আদি তব পরিজন।
ছিলেন সকলে হিন্দুধর্ম্মপরায়ণ ॥
কুখ্যাতি রাখিল তব স্বসা তব কুলে।
কভু সেই কালীনাম নাহি লয় ভুলে ॥

বিগলিত কেশ পাশ, ঘনে করে হা হুতাশ,
কখন কঙ্কণ হানে শিরে।
সন্তাপ সলিলে ভাসে, কভু কান্দে কভু হাসে,
কভু ভাসে নয়নের নীরে॥
হেরি নিজ সহোদরে, সম্ভ্রমে উঠিয়া পরে,
করযোড়ে করে নিবেদন।
অধিনীর নিকেতনে, আগমন কি কারণ
বল বল শুনি বিবরণ॥
অমনি সে ক্রোধ ভরে, কহে কথা কটুস্বরে
প্রাণ মর্ম্ম ভেদ হয়ে যায়।
ওরে কুলকলঙ্কিনি, পাপিয়সি কুমুদিনি,
অনর্থ ঘটালি পায় পায়।
বংশের গৌরব যত, তোমা হতে হল হত,
ধর্ম্মকর্ম্ম সব বিনাশিলি।
পরিহরি পিতৃধর্ম্ম, করিলি কুৎসিত কর্ম্ম,
লোক লজ্জা কিছু না রাখিলি॥
তুচ্ছ নিরানন্দময়, [illegible] কিছু নয়,
পরানন্ত হইল প্রমাণ।
না রাখিলি ধর্ম্মভয় না রাখিলি পরিণয়,
উঠাইলি কলঙ্ক নিশান॥
গভীর নিশীথ কালে, নাহি ভয় দ্বারপালে,
অনায়াসে গৃহ পরিহর।
পাইয়া অবলা জাতি, বিদ্যারসে দিয়া মাতি,

হাসাইলি দেশ দেশান্তর ॥

নাহি আর প্রয়োজন, কিকারণ এ ভবন,
চল চল দেশ উপবনে।
সচ্ছন্দ থাকিবে বনে, সুখী হবে ক্ষণে ক্ষণে,
ত্বরা করি চল মম সনে ॥
রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি, বারিবর্ষিণী করি,
উচ্চ উচ্চ নিন্দা না সয়।
করিয়াছ যেই কায, তদোষে দেশেতে লাজ,
আর প্রাণে সহ্য নাহি হয় ॥
কেন বা করিলি হেন, এখন উচিত কেন,
ছেড়ে যাহ আপনার দেশ।
আমিও যদি না পারি, আছে কোন প্রতিহারী,
দিবে তোরে মম উপদেশ ॥
এই রূপ সমুদয়, মর্ম্ম ভেদী বাক্য চয়,
কুমুদিনী করি আকর্ণন।
অবলা সরলা সতী, কাতরা হইয়া অতি,
সবিনয়ে কত কথা কন ॥
কত কহে বার বার, করুণায় তবু তার,
না হইল শীতল শরীর।
বল করি অতঃপর, ধরি কুমুদিনী কর,
বাটী হতে করিল বাহির ॥

গদ্যাংশ।

পরে কোন আত্মীয় কর্ম্মচারীর প্রতি তাঁহাকে নন-

পাষিনী করিবার আদেশ অর্পণ করত ত্বরায় এই নি-
সম্বাদ মহারাজের কর্ণগোচর করিলেন। তিনি একা-
স্বাস্থ্য সহকারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া
মনেরসুখে জীবন যাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।
এখানে কাঙ্গালিনী স্বামি শোকে উন্মাদিনী কুমুদিনী-
কা হতোদ্যমা হইয়া রাজপ্রতিহারীর সমভিব্যাহারে
অষ্টাহ অনবরত আহার নিদ্রা পরিহরি এক বিজন
বিপিন মধ্যে উপনীতা হইলেন। রাজকর্ম্মচারী
তাঁহাকে তথায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ত্বরায় স্বদেশে প্রত্যা-
গমনানন্তর শুভ সন্দেশ জ্ঞাপিত এবং উৎসাহ অমাত্যের
অধিকতর আনন্দ বর্দ্ধন করিলেন। কুমুদিনী তাদৃশ
বিহ্বল প্রযুক্ত আর কিছুই কহিতে পারিলেন না, কিন্তু
প্রচণ্ড বাত্যায় পতিত কদলিবৃক্ষের ন্যায় সহসা
ভূমে পতিতা হইয়া বিয়ৎকাল সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া
রহিলেন। আহা! "সম্পদ সম্পদের ও বিপদ বিপদের
অনুসরণ করে" এ বাক্যটি নিতান্ত অমূলক নহে।
কুমুদিনী এতদবস্থায় পতিত হইয়া আছেন, ইতাবসরে
দুর্ভাগ্য বশতঃ একদল প্রবল প্রতাপান্বিত দস্যু তরবার
করে ভীষণমূর্ত্তি প্রতারণ প্রায় লোচনে তথায় আগ-
মন করিয়া তাঁহাকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া
কহিল। "সুন্দরি! তুমি কে? একাকিনী এ কাননে কেন
অবস্থিতি করিতেছ! আমাদিগের আলয়ে চল, তোমায়
সম্যক প্রকারে সুখে রাখিতে প্রাণপণে যত্নশীল হইব"

দস্যুদিগের এই বাক্য গুলি কুমুদিনীর কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিলে নেত্রোন্মীলন করিয়া তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি অবলোকন মাত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অতীব ভয়েতে পুনর্ব্বার মূর্চ্ছাগতা হইলেন। দস্যুগণ তাঁহার রূপ লাবণ্যে সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া পরস্পর উঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে পরস্পরে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কিন্তু অনতিদীর্ঘকালেই তাহারা সকলেই নিজ নিজ শাণিত অস্ত্রে পতিত হইয়া শমন সদনাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিল। দৈব নির্ব্বন্ধ খণ্ডন হওয়া সাধ্য দুষ্কর এবং কুমুদিনীর অদৃষ্টে আরো দুঃখ ভোগ বিধিলিপি থাকায় তাহাদিগের মধ্যে একজন দস্যু এই করাল কালের কবল হইতে নিস্তার পাইয়া আহ্লাদে উন্মত্ত প্রায় হওত তাঁহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া এক নিকটবর্ত্তী স্রোতস্বতী কূলে উপনীত হইল এবং তীরস্থিত এক খানি ক্ষুদ্র নাবীয় পোতে তাঁহাকে শয়ান করাইয়া প্রথমতঃ সেই সরিত অতিক্রম ও পশ্চাৎ এক সাগর পার হইয়া এক মহাদ্বীপের তীরে উপস্থিত হইল ও তৎক্ষণাৎ সেই নিষ্ঠুর দস্যু নানা উপায় দ্বারা কুমুদিনীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ করত পুনর্ব্বার তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী করিবার আশয়ে অনেকানেক স্তব ও চাটুবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল কিন্তু পরিশেষে সে বিষয়ে নিষ্ফল জ্ঞান করিয়া নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল, অবশেষে তাহাতেও কৃতকার্য্য

না হইয়া বল পূর্ব্বক সতীত্ব নাশের উদ্যম করিতে প্রবৃ
হইল. কিন্তু সরল হৃদয় গুণবতী সতীর অতীব কাতর
ও বিষণ্ণ চিত্ত অবলোকন করিয়া পরম পুরুষীয় সর্ব্বা
যামি পরম পিতার অপার করুণা বলে ও তাঁহার আদে
শানুসারে তৎক্ষণাৎ সেই স্থলে একটি সিংহ আগম
পূর্ব্বক সেই দস্যুকে প্রাণোপরি উৎসাহন পূর্ব্বক সে
অটবীর কোন্ দিকে যে পলায়ন পরায়ণ হইল তা
কিছুই নির্দ্দেশ হইল না। কুমুদিনী এই বিপত্তি
হইতে আশু উদ্ধার পাইয়া মুক্তকণ্ঠে ঈশ্বরের ধন্যবা
প্রদান করিয়া সেই কাননশ্রেণী বাহার অপূর্ব্ব শো
সন্দর্শন করিতে করিতে সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন
বিশেষতঃ বিভাবরীর আগমন সময়ে সেই অপূর্ব্ব
মনোরম্য সুরম্য কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে
তাহার চারুশোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে ইত
স্ততঃ বীক্ষণ করিতে লাগিলেন. মন্দ মন্দ মল
মারুত প্রবাহিত হইয়া পাদপরাজি ঈষৎ শাখার
করিবাতে তদুপরিস্থিত কোকিলকলাপ বোধ হই
যেন আনন্দে নৃত্য করত মুহুর্মুহুঃ কুহুরবে বিভুগুণ গা
করিতেছে. স্বন স্বন শব্দে সমীরণ শরীর স্পর্শ করিবাতে
এক অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং
তৎপরেই তদপেক্ষা এক বিস্মিত ব্যাপার নয়ন পথ
পতিত হওয়ায় হৃদয় জলধি হর্ষানিল সহকারে আনন্দ
ঊর্ম্মির প্রভাবে কতই শোভা প্রকাশ করিতে লাগিল

হইলে আদিত্য উদয়ে ঐ সমস্ত উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার প্রিয়তম শশধরের স্মরণ হওয়ায় বিষণ্ণ মনে ও অতীব ব্যাকুল চিত্তে এক ভূরুহ মূলে করকমলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক আনন্দময় বিশুদ্ধ সুমধুর স্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন, ইত্যবসরে শশধর অর্থাৎ তাঁহার প্রাণাধিক ভর্ত্তা যিনি বনবাসী হইয়া পর্য্যন্ত সেই স্থানেই অধিবাস করিতেছিলেন, সহসা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক একটি তরুর অন্তরালে থাকিয়া দেখিলেন যে বন কমল দলে- সম্পাদিত বিমলবারি পরিপূরিত অপূর্ব্ব সরসীকূলে ঐ অসীম মাধুর্য্য সম্পন্না রূপবতী রমণী বলকল পরিধান করত চিন্তানীরে নিমগ্না আছেন। ঐ তরুণবয়স্কা লাবণ্যবতীর অপরূপ রূপ মাধুরী ও শরীরের কোমলতা সন্দর্শন করিয়া ভাবিলেন যে এই ললনার সুচারু শরীর অবলোকন করিয়াই বুঝি নিকটস্থ নলিনী দলচয় অতিশীঘ্রে অগাধনীরে নিমগ্ন হইয়াছে। তাঁহার বদনেন্দু দর্শনে বুঝি শশাঙ্ক অগাধসিন্ধু সলিলে তিরোহিত রহিয়াছেন, অথবা সৌদামিনী অবনীর ভীষণ নিনাদ শ্রবণে ভীত স্বভাবা অকপট হৃদয়া শঙ্কা পরবশ এই নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছেন, তাঁহার বিগলিত কুন্তল কলাপ দর্শনে [illegible] করিলেন, কাদম্বিনী কদম্ব নিজসখী যামিনী বিরহে তাঁহার অন্বেষণার্থ ভূতলে গমনোদ্যত হইতেছে,

ফলতঃ নীরদ-নিকর তাহার চিক্কণ চিকুরের সদৃশ হইলে তাহারা মনোদুঃখে ক্ষণে ক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যেন ইতস্ততঃ পলায়ন করিবেক। নয়নদ্বয় দেখিয়া অনুভব করিলেন যুগল ইন্দীবর যাতনা তাপে তাপিত হইলে ঝর ঝর শব্দে অঙ্গ হইতে স্বেদ সলিল নিপতিত হইতেছে। তিনি সেই বিরল স্থানে আসীন হইয়া একাগ্রচিত্তে তদীয় সৌন্দর্য্য সহকারে নেত্রের সার্থকতা সম্পাদন করিতে ছিলেন। ইত্যবসরে সেই সত্যব্রত অবলার মুখ বিনির্গত নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি শ্রবণ করিয়া অপর্য্যাপ্ত তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন

পয়ার।

প্রণয় পয়োধি পরে বিরহ সমীর।
উঠিয়া ঘটালে জ্বালা করিল অস্থির॥
মুখের স্বপনসম প্রকাশিতে নারি।
নিয়ত নয়ন নীরে ভাসিতে না পারি॥
একাকিনী নিশীথিনী কেমনে পোহাই।
লজ্জায় শীহরে বপু উপায় না পাই॥
তাহে এই প্রাবৃটের বিষম সময়।
আচম্বিতে ঘন ঘন ঘন-ধ্বনি হয়॥
ভয়মম সশঙ্কিত করি নিরীক্ষণ।
ভাবে বুঝি আমা লাগি কাঁদিছে গগন॥
খরতর বেগে বারি বর্ষে অনিবার।

হয়ে যায় একেবারে ভুবন আঁধার॥
তাহে পুনঃ শীত বায়ু করি আগমন।
নশ্বর জীব তাপ সব করে নিবারণ॥
প্রখর তপন তাপে দগ্ধ যত জীব।
এখন পাইছে সবে নিজ নিজ শিব॥
তরু লতা আদি যত কানন-ভূষণ।
নবকলেবর যেন করিছে ধারণ।
আর নাহি মরীচিকা ভাবে মৃগদল।
যেখানে সেখানে পায় পিপাসার জল॥
আমা বিনা দুঃখী আর কেহ দুঃখী নয়
যে দিগে তাকাই দেখি সুখী সমুদয়।
পতিতাবিরত বারি নাচে শিখিগণ।
দেখি মম মন আরো হয় উচাটন॥
কৃতান্ত বা কান্ত বিনা নাহি হেন জন।
দুঃখিনীর দুঃখ অন্ত করিতে এখন॥
না জানি যাইব কোথা একি সর্বনাশ।
জলময় স্থলচর কোথা করি বাস॥
শীতল সমীর আর সহ্য নাহি হয়।
এর চেয়ে ভাল শত সূর্য্যের উদয়॥
দিবসের ভাব দেখি ক্রমে হয় কৃশা।
আসিতেছে আমা লাগি কালসম নিশা॥
সুহৃদ্ আমার আর নাহি ত্রিভুবনে।
বাঁচিয়া কি ফল আর বাঁচিবা কেমনে॥

কার কাছে কহি কথা কে করে শ্রবণ।
কানন ভিতরে মম কে আছে আপন॥
সবেমাত্র মিত্র দেখি সৌদামিনীগণ।
দরশন দিয়া শোক করে নিবারণ॥
তথাপি অশান্ত চিত্ত শান্ত নাহি হয়।
প্রাণেশের প্রতিরূপ মনে অনুদয়॥
আহা মরি প্রাণ যায় বিদারয় বুক।
কেন নাথ অধীনীরে হইলে বিমুখ॥
এক মাত্র অধীনার তুমি প্রাণ ধন।
তোমা বিনা কভু কারে দেখিনি স্বপন॥
ভক্তিভাবে সেবিয়াছি সদা ও চরণ।
কখন কহিনি ভুলে কোন কুবচন॥
কি দোষ পাইয়া ক্রোধ করিতেছ খুন।
নিগুণ কপালে দুঃখ দিলে হে দ্বিগুণ॥
তোমা বিনা কল আর নাহেরি জীবনে।
বাসনা ত্যজিতে প্রাণ জলধি জীবনে॥
অপূর্ব্ব কানন এই অতি মনোহর।
মনোরম্য রূপময় দেখিতে সুন্দর॥
সন্নিকটে সরোবর সরজে পুরিত।
প্রসূন কলাপে বন করেছে শোভিত॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি শোভে সমুদয়।
কিন্তু নাথ তোমা বিনা সব শূন্যময়॥
কানন হেরিলে শুষ্ক মাতিয়া উভয়।

ভুঞ্জিয়াছি রসময় কত সুখ চয় ॥
সে দিন সুদিন মম নাহি সখা আর ?
নেত্র-নীর মাত্র আজি করিয়াছি সার ॥
চিত্ত মাঝে বিরাজিত সতত আমার ।
ও বিধুবদন আর অমল আকার ॥
হাসি হাসি মুখ তব নয়ন ভঙ্গিমা ।
আহা মরি সে রূপের কতই চন্দ্রিমা ॥
যখন স্মরণ হয় তোমার মূরতি ।
বিরহে না রহে প্রাণ দহে দেহ অতি ॥
কি করি জলধি মাঝে উঠেছে তুফান ।
ডুবে পাছে প্রেম তরি ভয়ে উড়ে প্রাণ ॥
একে কর্ণধার তুমি নাহি এনৌকায় ।
আমি কি করিতে পারি কি আছে উপায় ॥
প্রখর বহিছে অতি বিক্ষেপ পবন ।
ছিঁড়িলে আশার পাল কি হবে তখন ॥
অগাধ সলিল এর নাহি দেখি কূল ।
অবলা তাই হে নাথ ! হয়েছি ব্যাকুল ॥
শূন্যময় দশ দিশা হেরি বার বার ।
ওহে প্রিয় ! নয়নে না রহে আর বার ॥
কোথা গেলে পরিহরি ওহে কর্ণধার ।
এসোহে তরণিপরি যোক একবার ॥
মজাইলে রসময় কত আশা দিয়া ।
আমায়ে তরণি তীরে রহিলে বসিয়া ॥

ভাল ভাল ভালবাসা জানিলাম সার।
বদনে পীযূষ হৃদে গরল তোমার॥
হইতাম সাবধান আগেতে জানিলে।
এখন কি করি আর ভাসিয়া সলিলে॥
যাতনা সহেনা মম প্রিয়তম আর।
ত্যজিব জীবনে নাথ জীবন আমার॥
উঠিলাম প্রাণনাথ চলিলাম বনে।
দাসী বলে অধীনীরে রেখ সদা মনে॥
অধিক তোমারে প্রিয় কি কহিব আর।
চরমে পরমধনে ডাকি এক বার॥
কোথা হে নিখিল-নাথ নিত্য নিরঞ্জন।
কৃপা করি কিঙ্করীরে দেহ দরশন॥
সংসার মাঝারে ছিল যত প্রিয় ধন।
পরিহরি প্রভো আসিয়াছি এই বন॥
সুরম্য প্রাসাদ আর স্বর্ণ অলঙ্কার।
দেখিলাম দয়াময় সকলি অসার॥
এবে মাত্র ভবসিন্ধু পারাবার হেতু।
কৃপা দেহ ভগবান্ ভক্তি-রূপ সেতু॥
নতুবা বিবেক তরি যদি নাথ পাই।
অনায়াসে ভবার্ণব পার হয়ে যাই॥
কিন্তু পুনঃ পরমেশ ভয়ে কাঁপে প্রাণ।
প্রবৃত্তির কুবাতাসে উঠিল তুফান॥
যুক্তিপাল ছিন্ন হবে শঙ্কা হয় মনে।

ডুবিবে সাধের তরি সাগরের বনে ॥
সেই ভয়ে ভবনাথ ভাবি অনিবার ।
বিজন বিপিন এই করিয়াছি সার ॥
শিখিব যে সর্ব্বময় স্বভাব হইতে ।
অপার মহিমা তব বর্ণন করিতে ॥
পথ-শ্রান্ত ক্লান্ত যত মানব নিকরে ।
শাখী সদে স্নিগ্ধ করে বসায়ে আদরে ॥
সমীরণ সহকারে শাখা সমুদয় ।
ব্যজন প্রভাবে তারা ব্যজন করয় ॥
গিরি-গুহা বিনির্গত সলিল নিকর ।
ধরেছে স্বভাব স্বচ্ছ অতি মনোহর ॥
বোধ হয় মানবেরে শিখাবার তরে ।
আপন শরীর দিয়া উপকার করে ॥
তব গুণ গান করি সুখে অনিবার ।
বল প্রিয়ে হল অতি প্রিয় সবাকার ॥
সরসী সমূহ পদ্মে হৃদে দিয়া স্থান ।
মরালে মৃণাল দেয় ভৃঙ্গে মধু দান ॥
আমিও শিখিব গীত মনে আশা আছে
স্বচ্ছতা শিখিব সেই সলিলের কাছে ॥
নিরাশ্রয়ে দিব বাসা পাদপ সমান ।
জুড়াইব মিষ্টভাষে জগতের প্রাণ ॥
তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হয়ে রব অনুক্ষণ ।
বিষয় বাসনা বনে দিয়া বিসর্জ্জন ॥

আশ্রয় করেছি তাই সুন্দর কানন।
তূর্ণ পূর্ণ কর আশা পতিতপাবন।
নিরখি শরীরে মম করহে আদেশ।
যেন হে যাতে পারি নিজ আপনার দেশ।
যুক্তি সাধু ছিল নাহি হয় এক্ষণ।
শক্তি এমন থাকে যেন নিখিল কারণ।
জ্ঞান কর্ণধার যেন চিরজীবী রয়।
স্বামী সহ সহবাস পুনঃ যেন হয়।
ঐহিকের অবসাদ পরম নিশ্চয়।
চৈতন্য মিলে কহি যেন জগদীশ জ্ঞান।

গদ্য ছন্দ।

তাঁহার বদন বিনির্গত এই সুধাসিক্ত সঙ্গীতটি সমাপ্ত না হইতে হইতে শশধর তৃণাকারণ্য হইতে বহির্গত হওত সেই ধর্ম্ম পরায়ণা ললনার সম্মুখীন হইলেন। যদিচ তিনি তাঁহাতে কুমুদিনীর ন্যায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চিহ্ন সমূহ সন্দর্শন করিলেন বটে, তথাপি তথায় তাঁহার আগমন অসম্ভব ও অনাহারে এবং পথ শ্রান্তে ক্লান্ত প্রযুক্ত পূর্ব্ববৎ তাদৃশ লাবণ্যের ব্যত্যয় হওয়ায় অপর রমণী জ্ঞানে তাঁহাকে নিজ প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণী বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না, পরং অনতিবিলম্বে তাঁহার প্রিয়তমাকে স্মরণ হওয়ায় অতীব ব্যাকুল চিত্তে সাশ্রুলোচনে ও বিনয়গর্ভ বচনে

কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি! আপনি কে? এই গহন কাননে একাকিনীই বা কেন অবস্থিতি করিতেছেন আহা! কোন কাঙ্গালিনী জননীকে ভবাদৃশ রত্ন বিরহিনী করিয়া এই ঘোরা অরণ্যানীকে শান্তি প্রদায়িনী ভাবিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, হে সত্যাশ্রয়ে, আপনার এ তরুণ বয়সে অসীম সাহস ও সত্য ধর্মে সুমতি দর্শনে বোধ হইতেছে যে আপনি সেই করুণাময়ের অপার করুণাবলে মানব মণ্ডলীর অসীম মঙ্গল সাধনার্থ এই জগতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনার পরিতাপের কারণ কি? আপনার প্রিয়তম ভর্ত্তা কোথায় ও অন্যান্য তদীয় প্রভাব শালী বিবরণ-নিচয় বর্ণন করিয়া এ হৃদয়াকাশস্থিত বিষম সংশয় রূপ তিমির রাশি বিনাশ করুন। কুমুদিনী ও শশধরের পূর্ব্ব রূপের বিশেষ বৈলক্ষণ্য বিলোকন করত সহসা স্বীয় প্রাণকান্ত বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ক্ষণকাল বিলম্বেই দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাতর-স্বরে কহিতে লাগিলেন, হে যুবক। যদ্যপি আপনার, আমার আখ্যায়িকা শ্রবণ করিবার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে, তবে আকর্ণনের পূর্ব্বেই নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ কর, আমি আমার শোকানল পুনরুদ্দীপনে প্রবৃত্ত হই, কিন্তু যাবৎ না আমার বৃত্তান্ত বর্ণন শেষ হয়, তাবৎ কোন প্রশ্ন করিবেন না। যে হেতু অদ্য আমার মনোমধ্যে যেন এক অলৌকিক

দর্শের উদ্রেক হইয়া উঠিতেছে। এবং আপনাকে দেখিয়া অবধি আমার অন্তঃকরণ যেন আপনাকে আত্মীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছে। সুতরাং আত্ম বৃত্তান্ত বর্ণন সময়ে আপনি যদি প্রতিবন্ধক হয়েন তবে আর আপনাকে এ দুঃখিনীর দুঃখ কাহিনী সমস্ত বিদিত করা কখনই হইতে পারিবেনা। আপনার রূপের রমণীয়তায়, চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, স্বভাবের সরলতায়, প্রিয়বচনের শিষ্টতায় ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, এমনি অনুভব হইতেছে যে, আপনার দ্বারাই আমার শোক সন্তাপ বিনষ্ট হইতে পারিবে। কুমুদিনী এই বাক্য-গুলি শেষ করিয়াই যখন আর একবার শশধরের আকৃতি অবলোকন করিলেন, তখনই তিনি তাঁহাকে নিজ প্রাণবল্লভ বলিয়া নিশ্চয়ই জানিতে পারিলেন। কিন্তু চতুরা কামিনী কৌশল ক্রমে প্রাণকান্তে সমস্ত দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করাইবার মানসে পুনর্ব্বার কহিলেন, যুবক সাবধান! আমার আখ্যায়িকা সমস্ত বর্ণন শেষ না হইলে যেন একটি বাক্যও আপনার বদন হইতে বিনির্গত না হয়, আপনি একটি বাক্য কহিলেই আমার জীবনাশা পরিত্যাগ করিতে হইবেক। শশধর এই বাক্যে ভীত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পর্য্যন্ত আপনার কাহিনী বর্ণন শেষ না হয়, আমি কোন উত্তর করা দূরে থাকুক মুখ ব্যাদনও করিব না, আমি অত্যন্ত অস্থির

হইয়াছি, ত্বরায় শ্রবণ করুন্। এতবাক্য শ্রবণানন্তর কুমুদিনী কহিলেন তবে শ্রবণ করুন্।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুনহে বিদেশী জন, যে কারণ এ কানন,
দুঃখিনীর হইয়াছে সার।
জীবন দুঃখের সম, অভাগিনী আমা সম,
এজগতে নাহি বুঝি আর॥
শুন কহি সবিশেষ, সাগরের পারে দেশ,
দেখা যায় দেখ গুণমণি।
রাজার সচিব যিনি, অধিনীর পিতা তিনি
সতী সাধ্যা আমার জননী॥
বালিকা ছিলাম যবে, পিতা মাতা আদি সবে
দেখিতেন প্রাণের সমান।
হেম-কান্তি বর্ণ ছিল, কুমুদিনী নাম দিল,
তাই বড় আশ্বার ধীমান।
ক্রমে বয়ঃ বৃদ্ধি যত, বিদ্যাভ্যাসে রত তত,
হইলাম অতি সংগোপনে।
পিতা মাতা শুনি শেষ, পুরস্কার দিল বেশ
তিরস্কার বিহিত বচনে॥
যেন বাঘিনীর সম, একদা জননী মম,
আসিয়া আমার সন্নিধানে।
আলু থালু কেশ পাশ, ঘন ঘন বহে শ্বাস
কহিলেন চেয়ে মম পানে॥

হায় কি করিলা কালী, শাদায় দিয়াছে কালি,
শুনে অঙ্গ কালি হয় মোর।
এ মন্ত্রণা দিল যেই, কোথা বল আছে সেই,
দেখি হেন কে সুহৃদ তোর॥
হইয়া অবলা জাতি, বিদ্যারসে কেন মাতি,
মজালি মজালি দুঃখিনীরে।
সহোদর করে স্নেহ, আহ্লাদে যাতনা দেহ,
সুখ তরি ডুবাইলি নীরে॥
প্রতিবাসী আদি সবে, কলঙ্কিনী সদা কবে,
কেন হেন ঘটালি প্রমাদ।
যদি চাহ নিজ শির, বিধিমতে দণ্ডিব,
করাইব হরিষে বিষাদ॥
এত বলি ক্রোধ করি, মম স্থান পরিহরি,
অন্তঃবেগে করিলা গমন।
লাগি আসে কান্না পায়, কি কথা কহিব মায়,
ভাবিয়া না হোল নিরূপণ॥
সে অবধি নিরবধি, আমায় দেখেন যদি,
কথা কহা দূরে থাক্ তাঁর।
স্নেহ আদি সে প্রকার, সম্ভাষণা নাহি আর,
কি করিব অদৃষ্ট আমার॥
বিস্মিত ব্যাপার পুনঃ, কহি তবে শুন শুন,
জনকের যেমন ব্যাভার।
মর্ম বাক্য নাহি মানি, শুনি জননীর বাণি,

সদাই করেন তিরস্কার॥
কহিব বা আর কত, আত্মীয় স্বজন যত
পৌত্তলিক ধর্ম্ম সবাকার।
ঈশ্বরে সাকার কয়, পূজা করে শিলা চয়,
এই রূপ কুৎসিত আচার॥
আমি নিরাকার বাদী, অতএব প্রতিবাদী
হল দেশে অনেক মানবে।
পুত্তলি না পূজা করি, স্বভাব দেখিয়া স্মরি
এক মাত্র সেই বিশ্বধবে॥
নিশীথ সময় আমি, সঙ্গে লয়ে প্রিয় স্বামী
নীরে নীরে উঠি প্রতি দিন।
বিশ্ব দৃশ্য হেরি সুখে, সিন্ধু নাম লই মুখে
বসি যথা মানব বিহীন॥
কভু উপবনে যাই, আনন্দের সীমা নাই,
স্বভাবের ভাব ভাবি মনে।
শুদ্ধ চিত্তে কায়মনে, সেই বিশ্ব সনাতনে,
ডাকি দোঁহে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে॥
উচাটন হয়ে অতি, কিছু পরে প্রিয়পতি,
হেরিবারে বন উপবন।
সহোদর সঙ্গে করি, অভিনীরে পরিহরি,
বাটী হতে করিলা গমন॥
কত করি নিবারণ, ধরি পরে শ্রীচরণ,
করিলাম কতই রোদন।

পুরুষ কঠিন অতি, তবু মম প্রাণপতি,
না শুনিল আমার বচন।
বিচ্ছেদ বিরহে তাঁর, নয়নে না রহে ধার,
একাকিনী ভেবে সারা হই।
নিশায় না নিদ্রা হয়, দশদিশা শূন্যময়,
পতি বিনা কারে দুঃখ কই।
বুদ্ধি হলো নিশীথিনী, উঠি গত একাকিনী,
উপবনে হইয়া আসীন।
ঈশ্বর সাধন করি, শোক চয় পরিহরি,
মনে আশি না হইতে দিন॥
কি কব কপালে ছাই, নিশায় বাহিরে যাই,
এ কথাও হইল প্রকাশ।
অকে নিন্দে শুনে কেহ, না করিত কভু স্নেহ,
তাহে পুনঃ এই সর্বনাশ॥
কুলটা কুলোকে কয়, প্রাণে নাহি সহ্য হয়,
সতীত্ব নাশিতে নৃপোদ্যত।
সদুপায় না পাইয়া, পুনরায় বনে গিয়া,
ঈশ্বর সাধনে থাকি রত।
যা হোক বিদেশীজন, শুন শুন বিবরণ,
বিস্মিত বিষয় অতিশয়।
এক দিন আজ্ঞা মম, কালান্তক যম সম,
কহিলেন আসি মম্মালয়॥
ক্রোধ ভরে কাঁপে কায়, লোচন অরুণ প্রায়,

ভয়ে মরি দেখিয়া আকার।
কলঙ্ক রটালি দেশে, হাসাইলি শত্রু শেষে
দুরাচারী একি ব্যবহার॥
নারী ধর্ম্ম আছে যাহা, কিছু না রাখিলি তাহা
বিদ্যাভ্যাসে হলি ক্ষিপ্ত রত;
হয়ে শেষে বিদ্যাবতী, সতীত্ব রাখিলি অতি
ধর্ম্ম কর্ম্ম তুচ্ছ অবিরত॥
প্রতিমা পূজনা আর, তায় একি চমৎকার
যবনী ত ভাল তোর চেয়ে।
পতি প্রাণে রাখে প্রাণ, পতিধ্যান পতিজ্ঞান
সদা রয় পতি পানে চেয়ে॥
কিছু না হইল লাজ, করিতে এমন কাষ,
শুনে মর্ম্ম ভেদ হয় মোর।
সতীত্ব পরম বস্তু, তারে না করিলি যত্ন,
হেন মতি কেন হল তোর॥
বাক্য তাঁর বজ্র প্রায়, শুনি শিহরিল কায়,
কোন মতে উপায় না হয়।
কহিতে আতঙ্ক হয়, না কহিলে সমূদয়,
কেমনে বা জন্মিবে প্রত্যয়॥
নয়নে না রহে বার; চরণ ধরিয়া তাঁর,
কহিলাম শুন সহোদর।
বিদ্যায় কি আছে দোষ, বৃথা কেন কর রোষ,
নিরাকার নন্ কি ঈশ্বর॥

তব সুতা কুমুদিনী, নহে ভ্রাতঃ বিচারিণী,
কুপথের পথিক সে নয়।
অনুমতি যদি হয়, কহি তবে সমুদয়,
আদেশ করুন মহাশয়॥
এত শুনি তিনি কন, গুরু বাক্য যেই জন,
কায় মনে না করে পালন।
ব্রহ্মে কয় নিরাকার, জাতি ভেদ নাহি যার,
পিতৃ ধর্ম্ম দেয় বিসর্জন॥
কালি দুর্গা মহামায়া, ঈশ্বর নহেত তাঁরা,
পূজা আদি মিথ্যা সমুদয়।
এ কথা যে মুখে কয়, তার মুখ দেখা নয়,
শুনিলেও ধর্ম্ম হয় ক্ষয়॥
শুনি কহিলাম পুনঃ, নিবেদন করি শুন,
মিছে কেন নিন্দ দোষ মদ।
এক ব্রহ্ম বাদী যেই, জগতে মানব সেই,
তার যশে পূর্ণ জনপদ॥
আমি বায়বোধা নই, শুন ভ্রাতঃ সার কই,
নিশার স্বভাব হেরিবারে।
একাকিনী বনে যাই, ঈশ্বরের গুণ গাই,
একারণ না থাকি আগারে॥
শুনি আরো কটুস্বরে, কহিলেন ক্রোধ ভরে,
বনে যদি উপাসনা কর।
পরিহরি এই পুর, দেশ হতে হও দূর,

নরেশ আদেশ শিরে ধর।
কিঙ্করে ডাকিয়া পরে, কহিলেন ক্রোধ ভরে
লয়ে যাও আমার কন্যায়।
গভীর অরণ্য হবে, মানব না কেহ রবে,
তথা রাখি আইস ত্বরায়॥
পিতৃ ধর্ম্ম বিসর্জ্জন, দেয় নারী যেই জন,
তার মুখ দেখা পুনঃ দায়।
শুনিয়া সে বাম পরে, ধরি মম যুগ্ম করে,
বনবাসী করিল আমায়॥
একাকিনী হেরি বন, এক দিন দস্যুগণ,
দেখিয়া সে কানন ভিতর।
দিয়াছে যাতনা কত, একাননে কব কত,
অবশেষে করে দ্বীপান্তর॥
পিতৃ মাতৃ হীনা আমি, না জানি কোথায় স্বামী,
ছিল যিনি প্রাণের আধার।
অস্থির হয়েছে প্রাণ, পলকে প্রলয় জ্ঞান,
বিরহে না বাঁচি তাঁর আর॥
নিগুণ কপাল মম, অভাগিনী আমা সম,
এ জগতে নাহি বুঝি আর।
কি করিব কোথা যাব, কোথা তাঁর দেখা পাব,
এখন ভাবনা এই সার॥

গদ্য।

তাঁহার বাক্য শেষ না হইতে হইতে শশধর আ-

বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অক্ষম প্রায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া কহিতে লাগিলেন, "প্রণয়িনি! তোমার আশু উদ্ধার আমি যে রূপ কষ্টের সহিত আকর্ণন করিয়াছি তাহা, আর কহিতে পারি না, প্রাতঃ তঙ্ক ভয়ে কেবল এক্ষণ পর্য্যন্ত কোন কথা কহিতে পারি নাই। আহা! আমার কি সৌভাগ্য! আমি কাননে আসিয়াও তোমার দর্শন পাইলাম এই বিকচ-কমল-পরাজিত আনন্দ পরিপূরিত মুখারবিন্দ যে পুনর্ব্বার অবেক্ষণ করিব ইহা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই। প্রিয়তমে! তুমি কি আমায় চিনিতে পারিলে না? হা! প্রেয়সি! কেন আর দুঃখাবগুণ্ঠিত হও, আমি তোমার সেই শশধর" শশধর' এই সুমধুর শব্দটি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ মাত্রেই তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াও পুনর্ব্বার ভাবিলেন "আমি ইঁহাকে পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছি। ওষ্ঠ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ও সুমধুর স্বরে শশধরই বোধ হইতেছে। নতুবা ইনি শশধর নামটি কোথা হইতে শিক্ষা করিলেন। আমি ত একবারও তাঁহার নামোচ্চারণ করি নাই। সে যাহাই হউক, ইঁহার আর কাতর্য্য দর্শন করিতে পারি না, এক্ষণে অন্য কৌশল দ্বারা আর একটি বাক্য প্রয়োগ করা উচিত বোধে কহিলেন, প্রাণেশ ক্ষান্ত হও, আর অস্থির-চিত্ত পুরুষের ন্যায় কাতর হওয়া তোমার শোভা পায় না। এক্ষণে আমার নামাঙ্কিত যে অঙ্গুরীয়কটি তোমার নিকট ছিল, তাহা

কার্য্য প্রভৃতি সমস্ত সাংসারিক অথবা দৈহিককর্ম্মে অনাস্থা জন্মিতে লাগিল এবং কুসুমবাণের সর্ব্বমঙ্গল বিষময় বাণে অন্তর ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় একেবারে উন্মত্ত প্রায় হইলাম। সুতরাং আত্মীয়বর্গ আমাকে এই বিকার হইতে মুক্তকরিবার নানারূপ উপায়াবলম্বন করিতে লাগিলেন এবং আমার প্রধান অমাত্য সময়ে সময়ে আমাকে পুনঃ পরিণয়েরও প্রবৃত্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে সময়ে পাণিগ্রহণ করা দূরে থাকুক বরং ক্রমে সংসারাশ্রমের বিপুল যন্ত্রণা স্মরণ হওয়ায় কাননবাসী হইতেই প্রবৃত্তি জন্মিতে লাগিল, অথচ কিছুই করিতে পারিলাম না। একদা আমার এক সুপণ্ডিত বৃদ্ধ অধ্যাপক আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক অনেক সদুপদেশ প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার উপদেশে প্রতীতি হইল যে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনচারী হওয়া অত্যন্ত অবোধের কার্য্য, সুতরাং কিয়ৎকালান্তে অপত্যাশয়ে চম্পারণ রাজধানির মহাবল মহিপতির তনয়ার পরিণয় করিয়া কোন রূপে কাল যাপন করিতে লাগিলাম, এক্ষণে সম্ভোগ লালসা অতি অল্পই ছিল, এবং ধর্ম্ম প্রবৃত্তিরও অনেক উন্নতি হইয়া ছিল, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বরিকনিয়মের সহচর হইয়াই অনেক কার্য্য সম্পন্ন করিতাম। সে যাহাই হউক স্বল্পকাল পরেই এক পুত্ররত্ন প্রাপ্তে পরম সুখী হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার মহিষীর

স্বভাব ক্রমশঃ নিকৃষ্টতাকে প্রাপ্ত হইতেছে শুনিয়া অত্যন্তই দুঃখিত হইতে হইল, এবং একদা মৃগয়া-স্থলে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া স্বচক্ষে আমার পত্নীকে কোন রাজ কার্য্যচারীর সহিত বিলাসশয্যায় শয়ান দেখিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্ন হইলাম, এবং ক্রোধ নিবারণে অক্ষম প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া করে কৃপাণ ধারণ পূর্ব্বক তাহা দিগের উভয়ের শিরশ্ছেদ করিলাম কিন্তু পরে কি করিব কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া আমার সেই অবগণ্ড শিশুটিকে লইয়া আমার সচিবের সহধর্ম্মিণীকে অর্পণ করত একেবারে দেশ পরিত্যাগ করিলাম, এবং সে-কাল অবধি সংসার শূন্যময় অবলোকন ও সকলি নশ্বর বিবেচনা পূর্ব্বক উদাসীনের বেশে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি, একাল পর্য্যন্ত আর কোন মানবের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, অদ্য তোমাদিগকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিলাম ও তোমাদিগের এই তরুণ বয়সে এরূপ স্বভাবের সৌন্দ-র্য্যতা সন্দর্শন করিয়া সুখসাগরে সন্তরণ দিলাম। ঈশ্বর তোমাদিগকে রক্ষা করুন্ তোমাদিগের সরল অন্তঃকরণে যেন কখনই বৈলক্ষণ্য না জন্মে, কিন্তু বৎসগণ! যেন সততই সমীহিতান্তঃকরণে থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তা বিস্মরণ না হও, ও পরিজন গণের অন্যায়াচরণ যেন আর কখন স্মরণমার্গে আবির্ভাব না হয়, ইহাই আমার

প্রার্থনা মাত্র। এক্ষণে বিদায় হই।" বিদায় হই „ এই বাক্যটি শ্রবণ মাত্রেই শশধর ও কুমুদিনী তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ কোথায় যাইবেন, এই অবোধ সন্তানগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল না? আমরা যখন ভবাছন্ন জনে এই গহন বিপিনে প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারিব না, ধর্ম্ম সংক্রান্ত কএকটি সংশয় আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা না ভঞ্জন করিলে কখনই যাইতে পারিবেন না। কাননবিহারী উদাসীন এতদ্বাক্যে সুখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! ধর্ম্মের অর্থ আমি অল্পই অভিজ্ঞাত আছি, যে ধর্ম্ম চিন্তায় পুরাকালে জনক ঋষি, নারদমুনি, শুকদেব ইত্যাদি মহোদয়েরাই সবিশেষ কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অশেষ কষ্ট সাধন করিয়া ছিলেন, সাধুজনগণেই যাহার এক অণুমাত্র প্রাপ্ত হইতে সক্ষম নহেন, সে বিষয়ের কোন সংশয়চ্ছেদন করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভব হইতে পারে না, আমার শাস্ত্রদর্শন অতি অল্প, তবে স্বভাব দর্শনে যতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহাও কোন কার্য্যের নয়, ভাল, তোমাদিগের সন্দেহ কি? প্রকাশ কর, যথা সাধ্য উত্তরে কখনই ত্রুটি করিব না। তখন তাঁহারা কহিলেন, পিতঃ অধিক কিছুই নহে, কেবল ধর্ম্ম কি